

(ছেলেদের নাটক)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দা[illegible]গুপ্ত

আশ্বিন

১৩৩৫

মূল্য ॥০

প্রকাশক—

শ্রীতারকদাস গঙ্গোপাধ্যায়

"যোগেন্দ্র পাব্লিশিং হাউস"

১১৮নং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্করোড,

শালিখা, হাওড়া।

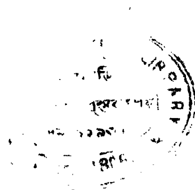
প্রিণ্টার—

এন্, মুখার্জ্জী

"বাসন্তী প্রেস"

৭১নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥



গ্রন্থকারের পূজার পার্ব্বণী ঃ—

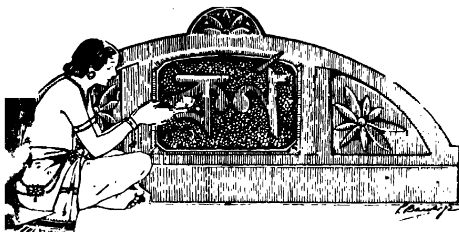
" গান্ধারী "

শরতের শিশিরস্নাত শুভ্র শেফালিকার মত পবিত্র।

আজই একখানা কিনে কন্যার বিবাহে আশীর্ব্বাদ,

বা জন্মতিথি পূজার নির্ম্মাল্য দিউন।

মন মাতানো ছবি, মনোরম প্রচ্ছদ পট। মূল্য—১৲



প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—অপরাহ্ণ।

ासনে পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদ ; সম্মুখে দ্রোণাচার্য্য দণ্ডায়মান।

দ্রোণ। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি,—

দ্রুপদ। কি চাও তুমি? কেন আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ?

দ্রোণ। তোমার পাঞ্চালরাজ্য প্রাপ্তির জন্য তোমায় অভিনন্দন ..তে এসেছিলেম সখা! কিন্তু তোমার ব্যবহার দেখে স্তম্ভিত .. গেছি।—

দ্রুপদ। কে তুমি অর্ব্বাচীন বিপ্র? কে তোমার সখা? ..’কে তুমি অভিনন্দন কর্‌তে এসেছ?

দ্রোণ। সত্যই আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না বন্ধু?

দ্রুপদ। পাগল! কে তোমার বন্ধু?

দ্রোণ। ব্রাহ্মণের সঙ্গে এ কি পরিহাস দ্রুপদ?

দ্রুপদ। স্তব্ধ হও বিপ্র! কোথাকার উন্মাদ এ?

দ্রোণ। আমি উন্মাদ না তুমি উন্মত্তের মত ব্যবহার কর্‌ছ? দ্রুপদ! তুমি দম্ভের ঐ স্বর্ণ-সিংহাসনে বসে মনে কর্‌ছ,—এই কঙ্কালসার, শীর্ণ, চীরধারী ব্রাহ্মণ তোমার কৃপাপ্রার্থী হয়ে, নত শিরে সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কেমন না? কিন্তু ভুল কর্‌ছ।—ভরদ্বাজ পুত্র ব্রাহ্মণ দ্রোণ ভিখারী নহে। জীবনে সে একদিন মাত্র তার প্রার্থনা জানাতে গিয়েছিল; কিন্তু সে তোমার মত একটা নগণ্য-রাজ্যের অক্ষম, অহঙ্কারী অধিপতির কাছে নহে;—গিয়েছিল, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শূর, সর্ব্বজন পূজার্হ, তেজস্বান্ ভার্গবের কাছে। তার সে প্রার্থনা সার্থক হয়েছিল;—মহাত্মা পরশুরামের অস্ত্রবলে আজ দ্রোণাচার্য্য কৃতার্থ।

দ্রুপদ। যাও, আত্মপ্রশংসা প্রকাশ কর্‌বার এখানে কোনো প্রয়োজন নেই।

দ্রোণ। আত্মপ্রশংসা প্রকাশ কর্‌বার জন্য তোমার সিংহাসন তলে আসিনি দ্রুপদ! সে প্রয়োজন যে নেই তা তোমা হতে আমি ভাল জানি। অগ্নিবেশ ঋষির আশ্রমে বালক দ্রুপদের সঙ্গে বালক দ্রোণের যে অনাবিল ভালবাসা ছিল তা' মনে করেই তোমার কাছে এসেছিলেম, এসে এই অপমান ভোগ কর্‌ছি।

দ্রুপদ। বালকের ভালবাসা?—সে যে ছেলে খেলা। সে খেলা যে যৌবনে খেলতে যায় তা'কে লোকে পাগল বল্‌বে।

দ্রোণ। অত ভাবিনি দ্রুপদ! সরল ব্রাহ্মণ!—মনে করেছিলেম শৈশবে যাকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছি, তাকে আমরণ বুকে করেই রাখব। এত শীঘ্র যে এতখানি ব্যবধান তার মাঝে পড়ে গেছে, বুঝ্‌তে পারিনি দ্রুপদ!

দ্রুপদ। তুমি বার বার আমায় দ্রুপদ বলে সম্বোধন কচ্ছ, কি স্পর্দ্ধা তোমার? শুনে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠ্‌ছে।

দ্রোণ। আমায় মার্জ্জনা কর সখা!

দ্রুপদ। আবার সখা?—সমানে সমানে না হলে যে সখ্য সম্ভবে না এ কথা কি জান না বিপ্র? যদি কোন অতীতের দিনে মনের খেয়ালে তোমায় সখা বলে ডেকে থাকি, সে ডাকা ভুলে যাও। মনে রেখো,—সৌহার্দ্দ্য কাহারো হৃদয়ে অটল হয়ে থাকে না। একদিন যাকে পরমবন্ধু জ্ঞানে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরেছিলে দিনের পরিবর্ত্তনে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে সে হয়ত তোমায় দেখ্‌লে ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

দ্রোণ। তার একটা উজ্জ্বল উদাহরণ তুমি।

দ্রুপদ। শুধু আমি কেন?—এই পৃথিবীর নিয়ম এই। দেখ,—দরিদ্র ও ধনবানে, মূর্খ ও জ্ঞানীতে কখনো সৌহার্দ্দ্য হতে পারে না। রাজা না হলে রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা অসম্ভব।

দ্রোণ। এত দূর?—

দ্রুপদ। হাঁ;—এত দূর। এখন বোধহয় বুঝতে পেরেছ তোমাতে আমাতে কি ব্যবধান!—আজ আমার একটা অঙ্গুলি সঙ্কেতে এই পাঞ্চাল রাজ্যের লক্ষ শির সভয়ে নত হবে; তুমি যদি

অঙ্গুলি তোল, লোকে তোমায় ব্যঙ্গ কর্‌বে; খুব যদি ব্রহ্মণ্যতেজ দেখাতে পার, একটা শুষ্ক প্রণাম পেতে পার বটে।

দ্রোণ। দ্রুপদ! হাঁ, আমি আবার তোমাকে দ্রুপদ বলেই সম্বোধন কচ্ছি; তোমাকে রাজা বল্‌তে আমার রসনা আট্‌কে যাচ্ছে। জান কি দ্রুপদ, ব্রাহ্মণের মহিমা? অবোধ বালকের মত অগ্নি নিয়ে খেলা কর না, ভীষণ বিষধরের উদ্যত ফণায় হাত দিও না। জান কি দ্রুপদ, ব্রহ্মণ্য শক্তির একবিংশ আঘাতে একবিংশ বার এই বসুন্ধরা নিঃক্ষত্রিয় হয়েছিল? জান কি দ্রুপদ, ব্রাহ্মণের একটা উষ্ণ নিশ্বাসে সগর সন্তানগণ ভস্মশেষ হয়েছিল?—

দ্রুপদ। সে তোমার মত ব্রাহ্মণ নয়।

দ্রোণ। তবে অপেক্ষা কর দ্রুপদ! মহেন্দ্র পর্ব্বতের বিজন অরণ্যে, ভার্গবের চরণ মূলে বসে যে সাধনা করেছি তা' সার্থক হয়েছে কি না তোমায় দিয়ে দেখাব। দ্রুপদ! আজ আমায় যে অপমান কর্‌লে, কিছুতেই আমি ক্ষমা কর্‌তে পার্‌ছি না। যে দিন তুমি হৃতরাজ্য হয়ে, আমার এই ধূলিধূসর মলিন পায়ের তলে তোমার ঐ গর্ব্বোজ্জ্বল মস্তক লুটিয়ে দিয়ে ক্ষমা চাইবে, সে দিন তোমায় ক্ষমা কর্‌ব।—

দ্রুপদ। কে চায় তোমার ক্ষমা?—দূর হও।

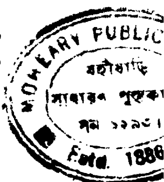
[ভীষণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া দ্রোণের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আঙ্গিনা। কাল—সন্ধ্যা।

উপলখণ্ডের উপর কর্ণ।

কর্ণ। লীলায়িত লক্ষ জ্যোতির্ম্ময় উর্ম্মিভঙ্গে
উলসি' বিলসি' আজ উথলিছে রঙ্গে,
আদি অন্তহীন কোন ক্ষুব্ধ পারাবার,
রহস্য-আঁধার ঘেরা জীবনে আমার?
মরি! ঝলকি ঝলকি ওঠে চারিদিক্,
কনকের ইন্দ্রধনু করে ঝিক্ মিক্
মুগ্ধ আঁখি'পরে—



[অধিরথের প্রবেশ]

অধিরথ। বসুষেণ!—

কর্ণ। পিতা!

অধিরথ। আনমনে বসে' কি ভাব্‌ছ বৎস?

কর্ণ। পিতা! আমি কি তোমার সন্তান? মা রাধা আমার জননী?

অধিরথ। এতদিন পরে হঠাৎ আজ একি প্রশ্ন বাবা?

কর্ণ। বল পিতা, সত্যই কি আমি তোমার সন্তান?

অধিরথ। সন্তান বই কি।

কর্ণ। সত্যই মা রাধা আমার জননী?

অধিরথ। জননী বই কি। সে তোমায় মায়ের অধিক স্নেহ করে।

কর্ণ। মায়ের অধিক স্নেহ করে? মায়ের অধিক যে স্নেহ করে, সে ত মা নয়।

অধিরথ। আজ তোমার মনে একি ভাব বসুষেণ? কেন এই সন্দেহ?

কর্ণ। কিছুই বুঝ্‌ছি না পিতা! হৃদয়ের গাঢ় অন্ধকারে বিচিত্র বাসনা নিয়ে চমকিছে আরক্ত বিজলি! পিতা!—

অধিরথ। কি বৎস!

কর্ণ। কা'রা যেন আমায় ডাক্‌ছে,—কোন অজানা সমুজ্জ্বল রহস্যের মাঝে আমায় যেন টেনে নিতে চাইছে। পিতা! একি স্বপ্ন, না সত্য, না আমার মতিভ্রম? সূত পুত্র আমি, আমার মনে এমন দুরাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়ে ওঠে কেন?

অধিরথ। দুরাকাঙ্ক্ষা?

কর্ণ। হাঁ পিতা! বল্‌তে বক্ষ আমার কেঁপে উঠ্‌ছে। আমার এমন হল কেন?

অধিরথ। কেন মনকে নিরর্থক ত্যক্ত করে তুল্‌ছ?

কর্ণ। পিতা! ঐ দূর গগনে, ঐ যে উজ্জ্বল তেজোময় ভাস্কর দীপ্ত প্রতিভায় সৌরজগৎকে সমুজ্জ্বল করে তুলেছে, আমার মনে হয় ওর সঙ্গে আমার নাড়ীর টান আছে। ও যেমন জগতের একটা বিস্ময়, একটা গৌরব, যেন আমার মধ্যেও তেমন একটা বিস্ময়, একটা গৌরব আত্মগোপন করে আছে;—

অধিরথ। আশীর্ব্বাদ করি,—তোমার ভাবীজীবন গৌরবময় হোক, সার্থক হোক।

কর্ণ। কিন্তু পিতা!—পল্লীর একটা পরিত্যক্ত প্রান্তরে, একটা সৌষ্টবহীন গৃহকোণায়, যে প্রতিভা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে তুল্‌বে তার স্ফূর্ত্তি হতে পারে না। সূর্য্যের জন্য যেমন ঐ অনন্ত বিস্তার, উদার অম্বরের প্রয়োজন হয়েছে, বিশ্ববিজয়ী প্রতিভার স্ফূর্ত্তির জন্য তেমন একটা বিশাল, মুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রের প্রয়োজন; পিতা! আমায় যেতে দাও।

অধিরথ। কোথায় বসুষেণ?

কর্ণ। ভারতের সে বিশাল কর্ম্মশালায়,—যেখানে ভারতের শ্রেষ্ঠকর্ম্মীপুরুষগণ জীবন সংগ্রামে মেতেছে। পিতা! তামসী-রজনীর নীল, নিরভ্র আকাশের উপর একটা দুগ্ধ-শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় পথ লক্ষ্য করেছ?—তেমন একটা জ্যোতিপথ আমাদের এই অন্ধকারাবৃত কুটীরের সম্মুখ হতে দিগ্বলয় রেখার দিকে যেন বিসর্পিত হয়ে গেছে; পথের মাঝে মাঝে আমার তরুণ আশার পুষ্পিত, কান্ত বালকগুলি সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণাভ রশ্মি মেখে আকুল পুলকে যেন নৃত্য করতে করতে চলেছে,—

অধিরথ। প্রলাপের মত একি ভুল কথা বল্‌ছ বৎস?

কর্ণ। প্রলাপ নয় পিতা! এই বাহুতে কি শক্তি নেই? এই হৃদয়ে কি সাহস নেই? কেন এই শক্তিশালী বাহুযুগল, ভারতের শক্তিমান শূরগণের বাহুযুগলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে, সূতগণের হীনকার্য্য—রথরশ্মি ধারণ করে নিজশক্তির অপচয় করবে?

অধিরথ। পুত্র! তোমার প্রাণে অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠ্‌ছে।

কর্ণ। অসম্ভব? অসম্ভব? কেন অসম্ভব পিতা?

অধিরথ। মনকে উত্ত্যক্ত করো না। যাও পুত্র, সন্ধ্যা হয়ে এল; ঐ দেখ, সূর্য্য অস্ত গেছে।—

কর্ণ। অস্ত গেছে? সে কি? আমার প্রাণের মধ্যে যে নূতন প্রভাত জেগে উঠ্‌ছে।—কত দৃঢ় যবনিকা ভেদ করে প্রভাতের আলোক ধারা আমার মর্ম্মে মর্ম্মে এসে পড়্‌ছে!—আমার জীবনের এই শুভ সন্ধিক্ষণে তুমি অস্ত যেও না, হে আমার তপস্যার ধন, প্রাণের প্রিয়তম! তোমার উজ্জ্বল অংশুমালা, তোমার জলন্ত কলেবর যেমন সুচির শর্ব্বরী তার নীলাম্বরের আড়ালে ঢেকে রাখে, আমার হৃদয়ের এই নব জাগ্রত অরুণ-আভাকে তেমন করে কি ব্যর্থতার অন্ধকারে ঢেকে দেবে? না, না। হে ভুবনপ্রকাশ ভগবান! আমার জীবন সফল করে দাও!

[তন্ময়ভাবে প্রস্থান।

অধিরথ। সিংহশিশুকে ক্ষুদ্র এই গৃহ-পিঞ্জরে বদ্ধ করে রেখেছি। আজ তার সুপ্ত প্রবৃত্তি ক্ষুব্ধ হয়ে গর্জ্জে উঠ্‌ছে। পিঞ্জর ভাঙ্গতে চায়। তেজোময় সূর্য্যের তেজে যার জন্ম, তাকে গৃহ-কোণে, অন্ধকারে কেমন করে লুকিয়ে রাখব? হোক অগ্রসর; আমি বাধা দেব না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—যমুনাতীর। কাল—প্রভাত।

সূত বালকগণ গাইতেছিল—

গীত

কিরণ ছল ছল
কাঁপিছে যমুনা জল,
কূলে কূলে কল কল
কল্লোল তুলেছে তান।
মেঘে মেঘে অরুণ ঝলকে,
শ্যামল বন, কমল কানন
উলসে পুলকে।
হাসি উঠিছে ভাসি,
কুঞ্জে বাজিছে বাঁশী,
পাপিয়া গাহিছে গান।

কর্ণ। নেপথ্য হইতে—

জবাকুসুম লাঞ্ছন
তমোহর তপন
নমো নমো ভগবান

কর্ণ

অসীম নভ আসন,
ধ্বান্ত পাপ বিনাশন,
জ্বলন্ত জ্যোতি বরণ
নমো নমো বিবস্বান্!

প্রঃ বাল। ওরে ভাই, বসুষেণ আস্ছে—

[কর্ণের প্রবেশ]

কর্ণ। আলো—আলো! আলোকের পথে, পথে, জীবনের নবীন প্রভাতে, নবোদিত অরুণের আরক্তলাবণ্যে স্নাত হয়ে অজানা অসীমের দিকে ছুটে চলেছি। হে আমার মন ভুলানো ভবিষ্যৎ! আমার এ তীর্থযাত্রাকে সফল কর! [আনমনে] এঁ! কারা বাঁশী বাজাচ্ছে? আহা! কি মধুর!—মন আমার গলিয়ে দিলে! হে সহস্রাংশু! হে বিবস্বান। পৃথিবীতে প্রথম চোখ মেলে তোমার আলো দেখেছি, আমার জীবনকে আলোকময় কর দেব! নীলিমার অনন্তবিস্তার উদ্ভাসিত করে, যমুনার চলোর্ম্মিচঞ্চল বারিরাশিকে রঞ্জিত করে, বনানীর শ্যামলতার উপর স্থবর্ণদ্রব ঢেলে দিয়ে, দিগন্ত রেখায় তোমার জ্যোতির মুকুট প্রকাশ হয়ে উঠ্ছে;—বিশ্বের অনন্ত কর্ম্মক্ষেত্রে আমাকেও এমন গরিমায় প্রকাশ করে দাও—

দ্বিঃ বালক। এত কথা কি বল্ছ ভাই? আমাদের সঙ্গে আজ কথা কইছ না যে? প্রতিদিন প্রভাতে তোমার সঙ্গে সূর্য্যের বন্দনা গেয়ে থাকি? আজ একি ভাব তোমার?

কর্ণ। যেন কতদিনের অলসনিদ্রা ভেঙ্গে হঠাৎ জেগে উঠেছি, একটা নূতন জগৎ দেখছি।—চিরপরিচিত ধরণীর ম্লান ছবি নিমেষে

টুটে গেছে ;—শুধু সুন্দর তরুণ অরুণ বিচিত্র বর্ণের বিলাসভঙ্গীতে আমার নয়নকে আবিষ্ট করে রেখেছে।

প্রঃ বালক। একি পাগলামো কচ্ছো ভাই ? চল না নূতন রবির একটা প্রভাতী গাই—

আনন্দ, আনন্দ, একি আনন্দ।
ভেসে আসে কত ফুলগন্ধ।

[সহসা মেঘ উঠিয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিল]

কর্ণ। এঁ ! ওকি ? একি অকল্যাণের পূর্ব্বাভাস ?
আলোকের স্রোতে স্রোতে, সাহানার সুরে
ভেসে যাই পূর্ণতার আনন্দ-মেলায়।
একি হল অকস্মাৎ ? গগনের আলো
ম্লান হয়ে এল—

[মেঘ গর্জ্জন]

কর্ণ। মেঘ গর্জ্জাচ্ছে, ঝড় উঠবে। আমার জীবনের গৌরব সূর্য্যও কি এমন একটা প্রলয় ঝঞ্ঝার আক্রমণে বিধ্বস্ত হ'য়ে যাবে ? আকাশের এই ভ্রূকুটি কি ভবিষ্যৎবাণী করে গেল ? যাক্। অগ্রসর হয়েছি ; অগ্রসর হব।

[প্রস্থান।

তৃঃ বালক। বসুষেণের আজ একি কাণ্ড ভাই ? মাথা বিগড়ে যায়নি ত ?

দ্বিঃ বালক। চল্, তার বাপকে বলে আসি।

প্রঃ বালক। ঐ যে বুড়ো এদিকে আসছে।

[অধিরথের প্রবেশ]

অধিরথ। বসুষেণ এসেছিল ?

প্রঃ বালক। এসেছিল।

অধিরথ। কোথায় গেল ? কোন পথে ?

প্রঃ বালক। যমুনার কূলে কূলে—

অধিরথ। কিছু বল্লে ?

প্রঃ বালক। হাজার কথা।

অধিরথ। হাজার কি কথা ?

প্রঃ বালক। কিছুই বুঝিনি।

অধিরথ। বুঝ্‌লি না কি রকম ?

প্রঃ বালক। আলো, অন্ধকার, আকাশ, মেঘ, কত কি বলে গেল, যার কোন অর্থ হয় না।

অধিরথ। মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, এখনি জলধারা নেমে আস্‌বে, ঝড় উঠবে। এই দুর্য্যোগ মাথায় করে কোথায় গেল ?

[প্রস্থান।

প্রঃ বালক। জল এলরে, চল, চল পালাই—

মেঘেতে মেঘেতে হানিছে বিজুলি
পাখী ফিরে নীড়ে আকুলি ব্যাকুলি'
চল চল ঘরে চল।

[গাইতে গাইতে বালকগণের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—বনভূমি। কাল—মধ্যাহ্ন।

দ্রোণ।

দ্রোণ। স্নিগ্ধ, শান্ত বনভূমি! শ্যাম নির্ঝরিণী
গাইছে অস্ফুট স্বরে; অলস শয়নে
অরণ্যের ম্লান ছায়াতলে রোমন্থনে
রত মৃগ। মধ্যাহ্নের রবিরশ্মি-রেখা
চূর্ণ হীরকের মত কভু যায় দেখা,
সমীর চঞ্চল ছিন্ন পল্লবের পথে।
[গাইতে গাইতে শিকারিগণের প্রবেশ]

গীত

প্রঃ, দ্বিঃ শিকারী। দেখ্ দেখ্ ঐ বনের ধারে
ওকিরে ঐ উঁকি মারে।
রক্ত জিভা লক্‌লকে
মাণিক ছুটি জ্বলে চখে
দেখনা ফাঁকে ফাঁকে জলার কিনারে।

চতুঃ, তৃঃ শিকারী। হো—হো—হো
নিয়ে আয় তীর খরশান,
হান্ চোখা চোখা বাণ।
সাবধান! সাবধান!
পালাবে বনের মাঝারে।

[শিকারিগণের প্রস্থান

[রক্তাক্ত বস্ত্রে দুঃশাসনের প্রবেশ]

দুঃশাসন। গুরুদেব! দেখুন, দেখুন, সর্ব্বাঙ্গ রক্তে রাঙ্গিয়ে গেছে। কত বড় ব্যাঘ্র একটা শিকার করেছি। তীরের একটা ঘায়ে তার জীবন লীলা শেষ করে ফেলেছি।

[ভীমসেনের প্রবেশ]

ভীম। মিথ্যা কথা। তোমারা দু'ভাই ব্যাঘ্রের ভয়ে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছিলে, আমি নখাঘাতে ব্যাঘ্রের উদর বিদীর্ণ করে তাকে হত্যা করি।

[দুর্য্যোধনের প্রবেশ]

দুর্য্যোধন। ভীমসেন, কৌরবগণের উপর তোমাদের কতখানি ঈর্ষা আজ তা বুঝে নিলেম।

ভীম। কিসে বুঝ্লে?

দুর্য্যোধন। বুঝ্লেম তোমার ব্যবহারে।

ভীম। কি ব্যবহারে?

দুর্য্যোধন। ব্যাঘ্রটি যখন অতর্কিতে দুঃশাসনকে তাড়া করে, তুমি না নিকটে দাঁড়িয়ে ছিলে? তোমার চোখে হাসি, মুখে বিদ্রূপ, যেন কত বড় একটা রঙ্গ দেখ্ছ! আমি যদি ব্যাঘ্রটাকে বধ না কর্তেম, দুঃশাসনের জীবন আজ বিপন্ন হত। গুরুদেব! অসির একটা আঘাতেই ব্যাঘ্রের কণ্ঠদেশ ছিন্ন করে ফেলেছি।

ভীম। কিন্তু দুঃশাসন বল্ছে ব্যাঘ্রটাকে সেই বধ করেছে?

দুর্য্যোধন। তা' বেশ বলেছে। দুঃশাসন আর আমি কি পর? ওর বধ করা যা আমার বধ করাও তা'।

ভীম। আমিও বল্‌ছি, আমি বধ করেছি।

দুর্য্যোধন। তুমি মিথ্যা কথা বল্‌ছ।

ভীম। মিথ্যা কথা? হে অকৃতজ্ঞ, কাপুরুষগণ! এ কি মিথ্যা কথা? তোমরা ভ্রাতাযুগল যখন প্রাণ ভয়ে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করতে করতে পালাচ্ছিলে, আমিই না ব্যাঘ্রের উপর আপতিত হই? তখন আমি অস্ত্রহীন, কিন্তু তোমাদের হস্তে তীর, কটিবন্ধে অসি ছিল। তোমরা আমায় একখানা অস্ত্র দিয়েও কেউ সাহায্য করনি। আমি এই নখাঘাতে সে রক্তোন্মাদ ভীষণ ব্যাঘ্রের উদরদেশ ছিন্ন করে তাকে হত্যা করি। গুরুদেব! এরা কেউ বল্‌ছে তীরের আঘাতে, কেউ বলছে অসির আঘাতে ব্যাঘ্র হত্যা করেছে, আমি বলছি নখাঘাতে হত্যা করেছি; চলুন, একবার হত ব্যাঘ্রের দেহটা পরীক্ষা করে দেখুন, কার কথা সত্য বুঝ্‌তে পার্ব্বেন।

দ্রোণ। তোমরা সকলে মিলে ব্যাঘ্রের দেহটা এখানে নিয়ে এস দেখি।

ভীম। তাই ভাল। চলহে দুর্য্যোধন!

দুর্য্যোধন। আমাদের যেতে হবে কেন? তোমার দেহের অসীম শক্তির গুমরে তুমি ফেটে মর্‌ছ; তুমিই নিয়ে এস না?

ভীম। তাই হবে। এখনই নিয়ে আসছি। [প্রস্থান।

দুঃশাসন। চল দাদা! ভীমসেনের কাণ্ডখানা দেখিগে।

দুর্য্যোধন। চল। [প্রস্থান।

দ্রোণ। কথায়, কথায় বিরোধ। এ কিন্তু ভাল নয়। এই কৈশোরকলহের সমাপ্তি কোথায় কে জানে! দ্রুপদের কাছে

লাঞ্ছিত হয়ে প্রতিশোধ কামনায় কুরুবংশের গৌরব ভীষ্মদেবের শরণ নিয়েছি। তিনি কৌরব, পাণ্ডবের শিক্ষাভার আমার উপর ন্যস্ত করেছেন, আমি পাঞ্চাল ধ্বংস কামনায় তাদেরে দুর্দ্ধর্ষ করে তুলেছি; সূত অধিরথের পুত্রকেও প্রত্যাখ্যান করিনি। কিন্তু পাণ্ডবগণের উপর দুর্যোধনাদির হিংসা দৃষ্টি আমায় ভাবিয়ে তুল্লে।

[অর্জ্জুনের প্রবেশ]

দ্রোণ। এই যে অর্জ্জুন! আজ এই আনন্দের দিনে কেন ম্লান মুখ তোমার?

অর্জ্জুন। গুরুদেব! মনে কর্‌তেম কৌরব, পাণ্ডবগণকেই আপনি অধিক স্নেহ করেন।

দ্রোণ। মনে কর্‌তেম? এই অতীতকাল কেন? এখন কি মনে কর না?

অর্জ্জুন। সে বিশ্বাস যে টুটে যাচ্ছে গুরুদেব!

দ্রোণ। কিসে যাচ্ছে?

অর্জ্জুন। আপনার প্রিয়তম শিষ্য, পরম স্নেহের পাত্র, নিষাদ-পুত্রের অস্ত্র কৌশল দেখে।

দ্রোণ। আমার প্রিয়তম শিষ্য নিষাদ পুত্র?

অর্জ্জুন। হাঁ গুরুদেব!

দ্রোণ। অসম্ভব।

অর্জ্জুন। দিবসের উজ্জ্বল আলোকে, চোখের সম্মুখে যে দৃশ্য দেখে এলেম, তা' কেমন করে অসম্ভব বলি গুরুদেব!

দ্রোণ। কি দেখ্‌লে?

অর্জ্জুন। দেখ্‌লেম,—পর্ণকুটীর মধ্যে উচ্চ বেদীর উপর ফুল-চন্দনচর্চ্চিত আপনার মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তি; আর সে মূর্ত্তির সম্মুখে যুক্ত করে পূজারত বীর নিষাদ পুত্র।

দ্রোণ। আশ্চর্য্য!

অর্জ্জুন। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হস্তের যে লঘুতা এখনো আমরা গুরুদেবের কাছে শিক্ষা পাইনি, হীন ব্যাধপুত্রকে গুরুদেব সে শিক্ষা দিয়েছেন।

দ্রোণ। তোমায় সত্যসন্ধ বলে জানি অর্জ্জুন! কিন্তু তোমার মুখে আজ একি অনৃতবাণী শুন্‌ছি?

অর্জ্জুন। দুর্ভাগ্য আমার, গুরুদেব আমায় বিশ্বাস কর্‌ছেন না। আমি আপন চোখে দেখে এসেছি।

দ্রোণ। কি দেখেছ বল দেখি!

অর্জ্জুন। এই মাত্র একটা বন্য বরাহের পশ্চাৎ ছুটেছিলেম, শিকারী কুকুরটি পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটেছিল, হঠাৎ এক কুৎসিত, মসীলিপ্ত, মলিনমূর্ত্তি নিষাদতনয় পর্ণকুটীর হতে বেরিয়ে, ধনুর্ব্বাণ হস্তে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল; সে বিকট মূর্ত্তি দেখে কুকুরটি অশ্রান্ত চীৎকার কর্‌তে লাগল—

দ্রোণ। তারপর?

অর্জ্জুন। ত্যক্ত হয়ে সে ব্যাধপুত্র অতি লঘুহস্তে পৃষ্ঠের তূণীর হতে সপ্তশর নিয়ে কুকুরটির মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করে তার বাক্‌শক্তি রহিত করে দিলে।—মুগ্ধবিস্ময়ে তা'কে জিজ্ঞাসা কর্‌লেম,—কে তার এই অপূর্ব্ব শিক্ষাদাতা?—উত্তর দিলে—

আচার্য্য দ্রোণ। কুটীর মধ্যে চেয়ে দেখি,—মঞ্চোপরি গুরুদেবের প্রতিমূর্ত্তির পদপ্রান্তে বিচিত্র বর্ণের ফুলসম্ভার—

দ্রোণ। বিস্ময়ে আমায় অভিভূত করে দিলে অর্জ্জুন! চল, কোথায় সে ব্যাধতনয়, আমায় একবার দেখিয়ে দাও।

অর্জ্জুন। আসুন গুরুদেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন

স্থান—বনের অপর পার্শ্ব। কাল—মধ্যাহ্ন।

মৃণ্ময় মূর্ত্তির সম্মুখে একলব্য।

একলব্য। নিষাদ-তনয় জেনে শত উপেক্ষায়,
ঘৃণাভরে ফিরাইলে মোরে। হায়, দেব!
নিষাদ তনয়,—সে কি গো মানব নয়?
প্রাণে বড় বাজিল বেদনা; প্রীতি, ভক্তি,
প্রেম দিয়ে জানে না কি করিতে সাধনা,
তুচ্ছ অভাজন? হে মম বাঞ্ছিত ধন!
আকুল কামনা নিয়ে করেছি নির্ম্মাণ
মৃণ্ময় প্রতিমা তব; ধ্যান রত প্রাণ,—
পূজি ভক্তিভরে বনফুল উপচারে,
হে আর্য্য! হে পূজ্য! লহ দীনের প্রণাম।

[দ্রোণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ]

একলব্য। একি? পড়িল কি মনে এই অভাজনে?

দ্রোণ। কে তুমি বালক?

একলব্য। প্রভু, আমি নিষাদ হিরণ্যধনুর পুত্র; নাম আমার একলব্য।

দ্রোণ। তুমি কার পূজা কর্‌ছ?

একলব্য। আমার ইষ্টদেবের।

দ্রোণ। কে তোমার ইষ্টদেব?

একলব্য। আর্য্য দ্রোণাচার্য্য।

দ্রোণ। আমিই যে দ্রোণাচার্য্য।

একলব্য। পরম সৌভাগ্য আমার,—এতদিন পরে দীনের পর্ণকুটীর তার ইষ্টদেবের পদধূলিস্পর্শে পবিত্র হল।

দ্রোণ। আমিই তোমার ইষ্টদেব?

একলব্য। হাঁ প্রভু! রাত্রিদিন আপনার চরণ ধ্যানেই ভোর হয়ে আছি। আপনিই আমার দীক্ষাগুরু।

দ্রোণ। হীন নিষাদ পুত্রকে আমি দীক্ষা দিয়েছি?

একলব্য। আপনার ঐ উদার হৃদয়ের স্নেহধারা কি পাত্র, অপাত্র বিচার করে বর্ষিত হবে প্রভু?

দ্রোণ। সে বিচার করে আমি না তোমায় প্রত্যাখ্যান করেছিলাম?

একলব্য। আপনি করেছিলেন, কিন্তু এ দাসের পূজারত

প্রাণখানি আপনার চরণযুগল জড়িয়েই পড়ে আছে, তাই একান্ত নিষ্ঠায় আপনার মূর্ত্তি গড়ে প্রাণের সমস্ত ভক্তি দিয়ে পূজা কর্‌ছি।

দ্রোণ। তোমার পূজাত আমি গ্রহণ করিনি।

একলব্য। করেছেন প্রভু! আপনার আশীর্ব্বাদে আজ এই ব্যাধপুত্র অস্ত্রবিদ্যায় সিদ্ধকাম।

দ্রোণ। তবে আমিই তোমার গুরুদেব ?

একলব্য। হাঁ প্রভু! আপনিই আমার ইষ্টদেব, আমার দেবতা।

দ্রোণ। আমায় গুরুদক্ষিণা দাও।

একলব্য। দীন ব্যাধপুত্র আমি, মণি মুক্তা আমার নেই, আমার এ ভক্তিভরা প্রাণখানি আপনার চরণে নিবেদন কর্‌লেম।

দ্রোণ। ও ত কিছু না দেওয়ার একটা মিথ্যা ছলনা।

একলব্য। প্রভু! আমরা অসভ্য বন্য জাতি, ছল, চাতুরী কি জানি না।

দ্রোণ। ভাল, প্রাণ দক্ষিণা দেওয়ার যদি তোমার বাসনা হয়ে থাকে ; তোমার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি গুরুদক্ষিণার স্বরূপ আমায় কেটে দাও দেখি।

একলব্য। প্রভু! এমন কৃপা আপনার ?
আজ সার্থক সাধনা আমার,
দেবতা! প্রভু! লহ উপহার
রক্তমাখা এ দীন উপচার।

[অঙ্গুলি কাটিয়া দ্রোণের চরণ প্রান্তে রাখিল]

দ্রোণ। বৎস, ধন্য, ধন্য তুমি! অপার তোমার গুরুভক্তি। তোমায় শিষ্য পেয়ে চরিতার্থ আমি। লহ ব্রাহ্মণের প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ।

একলব্য। কৃতার্থ আমি—

দ্রোণ। বৎস! মহত্তের যে অপূর্ব্ব শিক্ষা তুমি পেয়েছ তার কাছে তুচ্ছ ধনুর্ব্বেদ। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—সাগর বেলা। কাল—প্রভাত।

কর্ণ।

কর্ণ। এই ত ধূ ধূ সাগর! এই ত ফেণবিভঙ্গ ভীম তরঙ্গমালার অপূর্ব্ব নৃত্যোচ্ছ্বাস! কি ভৈরব! কি সুন্দর! সঙ্গহীন প্রকৃতির এই বিজন দেশে, এই রুদ্র রূপের মধ্যে আমি নিজেকে কঠিন করে তুল্‌ছি, আমার এই প্রাণান্তপণ সাধনা, দিন দিন আমার মর্ম্মকে মরণ বিজয়ী প্রাণরসে সবল করে তুল্‌ছে, হে কুরু বালকের গুরু দ্রোণাচার্য্য! সুত বালক বলে আপনি আমায় ব্রহ্মঅস্ত্র শিক্ষা দিলেন না, কিন্তু আপনার যিনি গুরু, সে মহাত্মা পরশুরামের আমি কৃপা লাভ করেছি; তাঁর স্নেহদান 'বিজয় ধনুর্ব্বাণ', এই সুত পুত্রকে

আজ সমর বিজয়ী করে তুলেছে ।অদৃষ্ট! তোমায় আমি জয় করব। হে দ্রোণাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুন! তোমার গর্ব্ব আমি চূর্ণ করব।

[নানাবিধ অস্ত্র কৌশল অভ্যাস করিতে লাগিল]

[সহসা ক্রুদ্ধ এক ব্রাহ্মণের প্রবেশ]

ব্রাহ্মণ। কে তুই হতভাগ্য পাপী দুরাচার?

কর্ণ। ভার্গবের শিষ্য আমি।

ব্রাহ্মণ। মূর্খ! ভার্গবের শিষ্য তুই? অসম্ভব। তেজস্বী ভার্গব কখনো হীনজনকে শিষ্য রাখেন না।

কর্ণ। কেন এই তিরস্কার?

ব্রাহ্মণ। স্তব্ধ হ', গো হত্যাকারী পাতকী।—

কর্ণ। গো হত্যাকারী আমি? কেন এই অপবাদ?

ব্রাহ্মণ। ঐ দেখ চেয়ে নারকী,—ঐ বালিয়াড়ির পশ্চাতে শরাহত আমার হোম ধেনু—

কর্ণ। আমি তাকে বধ করেছি?

ব্রাহ্মণ। তোর্ জ্যামুক্ত শর এখনো তার কণ্ঠে বিদ্ধ হয়ে আছে, এখনো তার ক্ষত অঙ্গের শোণিতধারা শ্যাম দূর্ব্বাদলকে প্লাবিত করে রেখেছে, তুই অন্ধের মত দিশেহারা হয়ে কেন অসাবধানে শরক্ষেপ করেছিস্ দুর্ম্মতি?

কর্ণ। আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

ব্রাহ্মণ। যাদের লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নেই, তারা কেন ধনুর্ব্বেদ শিখতে আসে? তুই ব্রাহ্মণ?

কর্ণ। বিষম সমাস্যা,—কি পরিচয় দেব? ব্রাহ্মণ! আমার

পরিচয় আমি জানি না।

ব্রাহ্মণ। মিথ্যাবাদী, ভণ্ড! তুই যে হোস্, তোকে আমি অভিশাপ দিলেম,—যে পৃথিবীর বুকের উপর তুই দম্ভে পা ফেল্‌ছিস্, তুই যদি রথী হোস্, সে পৃথিবী যেন তোর রথচক্র গ্রাস করে তোর মৃত্যুকে আসন্ন করে দেয়— [প্রস্থান।

কর্ণ। অদৃষ্ট! আবার পরিহাস? যাই গুরুদেবের চরণে শরণ নিইগে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—পরশুরামের আশ্রম। কাল—মধ্যাহ্ন।

পরশুরাম ও কর্ণ।

পরশুরাম। বৎস মোর, সমাপ্ত তোমার সব শিক্ষা,
প্রিয়তম শিষ্য তুমি, তাই দিনু দীক্ষা,
ধনুর্ব্বেদ, ব্রহ্মঅস্ত্রে, অপূর্ণ আছে কি
কোন সাধ? কেন ম্লান মুখ বৎস, আজ?

কর্ণ। গুরুদেব! চরিতার্থ দাস।

পরশুরাম। শুভ্র বস্ত্র পরি' স্নাত ব্রাহ্মণ বালক,
যে দিন আসিলে তুমি, অপূর্ব্ব পুলক
জাগিল এ তপোবনে। ললিত লাবনী—

কর্ণ

প্রফুল্ল কুসুম সম ফুল্ল মুখখানি
লজ্জাভারে নত ছিল, সমস্ত হৃদয়
মোর তোমারে যাচিয়া নিল। মরমের
নিভৃত কোণায়,—যেথা ছিল পড়ে, চির
অনাদরে মানবের কোমল কামনা
যত, কম্পিত চঞ্চল বেগে উঠিল
শিহরি; তাই পরম যতনে তোমায়
শিখাইনু সব বিদ্যা মোর। রেখ মনে
কথা এক!—ক্ষত্র বল যেন হয় না
প্রবল এ ভারতে।—যেথায় তপোবনে
সদা ওঠে সামগান,—উদাত্ত, গভীর,
জ্ঞানের গরিমা যেথা আছে উচ্চশির
ব্রাহ্মণের যে মহিমা, উন্মুক্ত অম্বর—
তলে নাহি পায় সীমা; ক্ষত্র শক্তি আসি'
যেন নাহি ফেলে গ্রাসি' ব্রাহ্মণের এই
অপূর্ব্ব গরিমা।—করিনু আদেশ,—

কর্ণ। পালিবে আদেশ এই দাস।

পরশুরাম। এ কারণে আমি ভরদ্বাজ পুত্র দ্রোণে
অর্পেছিনু ব্রহ্মঅস্ত্র যত; কিন্তু হায়!
হইনু হতাশ,—সে ব্রাহ্মণ দ্রোণ আজ,
ক্ষত্রিয়ের দাস!—

কর্ণ। দাম্ভিক সে ব্রাহ্মণ।

পরশু। মনে রেখ এই কথা,—নিশ্চিত নিধন
তার ক্ষত্রিয়ের করে। উঃ! কি প্রখর
রবি-কর। অঙ্গ আসে অবশে এলিয়ে—

[কর্ণের উরুদেশে মস্তক রাখিয়া শয়ন]

নিদাঘের তপ্তবায়ু ক্লান্তি আনে অঙ্গে
মম, মুদে আসে আঁখি অলস ঘুমের
ঘোরে, শিথিল শরীর, তব অঙ্কোপরি
রাখি শির ঘুমাতেছি প্রিয়তম মোর!
করহ ব্যজন, সিক্তপদ্মপত্র খানি
সর্ব্ব অঙ্গে মোর দাও বুলাইয়া।—

[কর্ণ ব্যজন ইত্যাদি করিতে লাগিল]

কর্ণ। [কিছুক্ষণ পরে]—
গুরুদেব পড়িছে ঘুমায়ে। কি অসীম
বিশ্বাস মোর'পরে। কিন্তু হায়! কে আমি ?
ব্রাহ্মণের মিথ্যা ছদ্মবেশ প্রতি পলে
পীড়িছে আমায়। ইচ্ছা করে মুহূর্ত্তেই
ভেঙ্গে দিই সব প্রতারণা, নগ্ন করে
দিই আপনারে,—নির্ম্মল নীলিমা সম
উন্মুক্ত উদার! অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষা রাশি
যে দিন উঠিল আকুলি' মত্ত পুলকে

মরমের অন্ধ অন্তঃপুরে। আপনারে
নারিনু রাখিতে আপনার ক্ষুদ্রসীমা
মাঝে ; দিনু ছড়াইয়া অনন্তের তীরে,
পিপাসিত প্রাণে, গেনু দ্রোণের সন্ধানে
উন্মাদের মত। পদতলে পড়ে তাঁর
শিখিলাম অস্ত্রবিদ্যা যত। কিন্তু সে কি
অস্ত্রশিক্ষা ? ব্রাহ্মণ হইয়া দ্রোণ পালে
ক্ষত্রিয় আচার, তাই হীনমতি তাঁর,—
ছল করে' পাঠাইয়া আমাদেরে জল
আনিবারে, সংগোপনে, একমনে শিক্ষা
দেয় অর্জ্জুনেরে,—ব্রহ্ম অস্ত্র যত। তাই
ফিরে এনু বিফল হইয়া এ আশ্রমে।
ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে নিয়েছি শরণ
এসে ভার্গবের পায়। যুক্তকরে কাছে
তাঁর শিষ্যত্ব মাগিনু ভিক্ষা। হেরে মোরে
ব্রাহ্মণ বালক হর্ষভরে দিল দীক্ষা,—
[কাতর কণ্ঠে] উঃ! উঃ! এ কি বিকট কীট দংশে আমায়?
উঃ! অসহ্য যন্ত্রণা। উরু ভেদি ওঠে ফুঁড়ি'
সহিতে না পারি, কিন্তু অক্ষম নড়িতে ;
সুপ্ত ক্রোড়ে গুরুদেব। কি করি? কি করি?
উঃ! উঃ! মাংসপেশী ছিঁড়ি' বিঁধিছে আমায়।
[যুক্তকরে] গুরুদেব! গুরুদেব! দীন করে নতি

সকাতরে, সহিবারে দাওগো শকতি
তাহারে। উঃ! একি ? অঝোরে ঝরিছে রক্ত,
সিক্ত বস্ত্র ; শঙ্কা হয় মনে, যদি রক্ত
পরশনে ভেঙ্গে যায় এই ঘুম ঘোর—,

পরশুরাম [জাগ্রত হইয়া] বৎস !

কর্ণ। গুরুদেব !

পরশুরাম। শোণিতের গন্ধ যেন আসে ?

কর্ণ। সত্য গুরুদেব !

পরশুরাম। এ কি ? সিক্ত শরীর আমার, কোথা হতে আসে শোণিতের ধার ?

কর্ণ। ক্ষত অঙ্গ হতে।

পরশুরাম। কার ক্ষত অঙ্গ ?

কর্ণ। দীন সেবকের !

পরশুরাম। কেন ? কি হয়েছে ?

কর্ণ। ভীষণ বিকট কীট দংশিয়াছে মোরে।

পকশুরাম। [উঠিয়া] একি সত্য কথা ?

কর্ণ। প্রভু! মিথ্যা নাহি জানি কভু।

পরশুরাম। নড়িল না শরীর তোমার ? কর নাই আর্ত্তনাদ ?

কর্ণ। করি নাই প্রভু !

পরশুরাম। মর্ম্মভেদী দংশনের জ্বালা সহিয়াছ তুমি ?

কর্ণ। সহিয়াছি, পাছে তব নিদ্রাভঙ্গ হয়।

পরশুরাম। [ক্রোধ কম্পিত স্বরে] ব্রাহ্মণ নস্‌রে তুই! কে

তুই ছদ্মবেশী দুরাচার বঞ্চনা করিলি মোরে ?

কর্ণ। এ দাস সেবক তোমার।

পরশুরাম। কিন্তু নস্ তুই ব্রাহ্মণ কুমার। বল,
সত্য বল, কে তুই ?

কর্ণ। প্রভু—

পরশুরাম। কে তোর প্রভু দুর্ম্মতি ? কাহার তনয়
তুই ? বল সত্য, কোন কুলে জন্ম তোর ?
ধৈর্য্য, ক্ষমা হেন কভু সম্ভবে ব্রাহ্মণে ?
জ্বলন্ত পাবক সম ভীষণ ব্রাহ্মণ ;
তার বিক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ তেজোশিখা নিশ্বাসে
জ্বলিয়া ওঠে অসহ্য আবেগে। সে কিরে
কভু এমন দংশন জ্বালা সহিবারে পারে ?

কর্ণ। ক্ষমা, ধৈর্য্য সম্ভবেনা ব্রাহ্মণেতে কভু ?

পরশুরাম। কভু নহে। ব্রাহ্মণ যদি করিত ক্ষমা,
সহে নিত অপরের কণামাত্র, ক্ষুদ্র
অত্যাচার, ব্রহ্মণ্য মহিমা আজ চূর
হয়ে ধূলায় গড়াত।

কর্ণ। ক্ষমা, ধৈর্য্য, একি নহে পিতা !
বিধাতার আশীর্ব্বাদ ?

পরশুরাম। হোক্ আশীর্ব্বাদ। যে ব্রাহ্মণ বিধাতার
বুকে করে পদাঘাত, চাহে না সে কভু
বিধাতার আশীর্ব্বাদ,—দীপ্ত সবিতার

কভু নাহি প্রয়োজন ছায়া স্নিগ্ধ শ্যাম
উপবন। ফেলে রাখ্ যত তর্ক কথা—
মিথ্যার প্রলাপ বচন। সত্য তোর দে
পরিচয়। যে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ একদিন
ক্ষত্রিয় রুধিরে 'সমন্ত পঞ্চকে' রচি'
পঞ্চ শোণিত-সায়র, পিতৃপুরুষের
করেছে তর্পণ ; তার সঙ্গে যেই জন
করে প্রতারণা, কহে অনৃত বচন
মৃত্যু তার অনিবার, জানিস্ কি তুই
মূঢ় অভাজন ?

কর্ণ। প্রভু ! দয়াময় ! মার্জ্জনা মাগিছে দাস,
ক্ষম তারে। মৃত্যু ভয়ে নাহি ডরি, কিন্তু
গুরু অভিশাপ,—সে যে বজ্রাঘাত—

পরশুরাম। তবে বল সত্য কথা। কে তুই ?

কর্ণ। আমি সূতপুত্র প্রভু ! জনক আমার
অধিরথ—

পরশুরাম। সূত পুত্র কিবা প্রয়োজনে
শিখিতেছে ধনুর্ব্বেদ ?

কর্ণ। জানি না তাত ! কেন এ ব্যাকুল বাসনা
মোর, সর্ব্ব অঙ্গ ব্যাপি' আমারে ঘিরেছে
এক উন্মাদ প্রেরণা। এই দুরাশার

বশে গিয়েছিনু আচার্য্য দ্রোণের পাশে
শিখিবারে শস্ত্র বিদ্যা—
পরশুরাম। সে বুঝি করিয়াছে প্রত্যাখ্যান ?
কর্ণ। করে নাই প্রত্যাখ্যান। কিন্তু দ্রোণ নহে
পক্ষপাতহীন. হেরিয়ে আমারে দীন,
উপেক্ষার ভরে ছলে রাখিত সুদূরে
অনুদিন, শিখাইত পরম যতনে
অর্জ্জুনেরে ; তাই ঘৃণাভরে ফিরে এনু—
পরশুরাম। তাই ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে
এসেছিলি ভার্গবের কাছে ?—
কর্ণ। সত্য তাত !
পরশুরাম। কিন্তু জানিস কি তুই,
মিথ্যার প্রশ্রয় নাহি ভার্গবের কাছে ?
কর্ণ। জানি তাত।
পরশুরাম। জেনে শুনে ব্রাহ্মণের ক্ষোধাগ্নিতে কেন
পড়িলি ঝাঁপিয়ে ?
কর্ণ। অপরাধ করিয়াছি।
পরশুরাম। কিন্তু বিনা দণ্ডে অপরাধী পাবে ত্রাণ
নহে ইহা শাস্ত্রের বিধান।
কর্ণ। যাহা অভিরুচি তব।
পরশুরাম। প্রতারক, হীন প্রবঞ্চক, অভিশাপ
দিনু তোরে ;—যেই বিদ্যা আমি শিখাইনু

এতদিন ধরে, পরম আদরে, তোর
মৃত্যুক্ষণে পড়িবে না মনে সেই শিক্ষা ;
ব্রাহ্মণ বালক ভাবি তোরে ব্রহ্মঅস্ত্র
যত অর্পিছিনু আমি, মরণ সময়
সব ভুলে র'বি। দূর হ' এখন তুই—

কর্ণ। অভিশাপ তব আশীর্ব্বাদ বলে মানি,
যাই প্রভু! বন্দি চরণ দু'খানি। [প্রণাম ও প্রস্থান।

পরশুরাম। হীন সূত পুত্রের স্পর্দ্ধা অপার।
[ভিন্ন দিকে প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—কৃপাচার্য্যের গৃহ। কাল—রাত্রি।

দ্রোণ ও কৃপ।

কৃপ। রাত্রিদিন আপনার ঐ বিষণ্ণ নয়ন, ঐ নিষ্প্রভ মুখশ্রী আমায় ব্যথিত করে তুল্‌ছে, হৃদয়ের বেদনা কি বন্ধুজনের কাছেও ভাঙ্গতে পারেন না? এ দীনের ভবনে কি আতিথেয়তার কোন ত্রুটি হচ্ছে?

দ্রোণ। আপনার গৃহে পরম সুখে আছি, আপনার আতিথেয়তার আতিশয্যে, আমার দুঃখময় জীবনের একটা অতীতের কথা বার বার মনে পড়ে।

কৃপ। কি কথা বন্ধু ?

দ্রোণ। তখন আমার বড় দুর্দ্দিন,—আমি রিক্ত সম্বল পথের কাঙাল ; একটা হোমধেনু সংগ্রহ কর্‌বার আমার সামর্থ্য ছিল না। একদিন আপনার ভাগিনেয়,—পুত্র অশ্বত্থামা তার সতীর্থ,— সম্পদশালীর সন্তানগণকে দুগ্ধ পান কর্‌তে দেখে, একপাত্র দুগ্ধের জন্য অত্যন্ত রোদন কর্‌তে লাগল, তাই দেখে অন্য কতকগুলি বালক তণ্ডুল বেটে তরল পিটালী করে তাকে তাই খেতে দিলে ; সরল বালক অশ্বত্থামা, পিটালী খেয়েই দুগ্ধপান করেছে বলে আনন্দে নৃত্য কর্‌তে লাগল, আর সমবেত বালকগণও তাকে ব্যঙ্গ করে হাস্‌তে লাগল ; হঠাৎ আমি এসে উপস্থিত, সব শুন্‌লেম ; চোখ দুটি ফুঁড়ে অশ্রু গড়িয়ে এল—

কৃপ। তার জন্য দুঃখ কর্‌বেন না।—অনেক সৌভাগ্যবান পুরুষেরই ভাগ্যপথ নিতান্ত পুষ্পাস্তীর্ণ নহে।

দ্রোণ। সে জন্য আমার কোন ক্ষোভ নেই। আমি জ্বলে যাচ্ছি দ্রুপদের ব্যবহারে ;—এক রক্তলোলুপা রাক্ষসী আমার বুক এঁটে আছে। তার ক্ষুধিত রসনা প্রতি পলে আমার ব্রহ্মণ্য মহিমা, আমার দয়া, স্নেহ, ক্ষমা, সব্‌কে লেহন করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে দিচ্ছে। এই ভীষণা রাক্ষসীর কবল হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি অহঃরহ তার সঙ্গে সংগ্রাম কর্‌ছি, কিন্তু সেই জয়ী হচ্ছে।

কৃপ। পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদ আপনাকে যেমন ভাবে লাঞ্ছিত করেছে, যার হৃদ্‌পিণ্ডের শোণিতধারা শীতল হয়ে গেছে, তার হৃদয়েও সে জন্য প্রতিহিংসার অগ্নি জ্বলে উঠ্‌বে।

দ্রোণ। কিন্তু সে অনলের দাহন হতে আমার অন্তরের স্নেহ, ভালবাসা, দয়া, দাক্ষিণ্য কিছুকেই আমি রক্ষা করতে পারছি না। আমার সর্ব্বাঙ্গব্যাপী একটা প্রবল উষ্ণবাষ্প শ্বসিয়ে উঠ্ছে; হৃদয়ের ভিতর যেন দাবানল লেগেছে; আর সে জলন্ত অগ্নির মধ্যে প্রতিহিংসা রাক্ষসী উলঙ্গ অসি হস্তে উৎকট নৃত্য আরম্ভ করেছে। হে আমার পরমাত্মীয় সুহৃদ! আমি কি করে এই রাক্ষসীকে আমার বক্ষদেশ হতে তাড়াব? এর উত্তেজনায় আমি সমস্ত ব্রহ্মণ্য মহিমাকে ধূলার মাঝে লুটিয়ে দিয়ে ধনুর্ব্বাণ হস্তে কুরুরাজের শরণ নিয়েছি—

কৃপ। আপনার শিক্ষা, কৌরব-পাণ্ডব বালক গণকে রণদুর্ম্মদ করে তুলেছে। তাদের দিয়ে পাঞ্চাল রাজ্য আক্রমণ করুন,—দ্রুপদের রক্তে আপনার প্রতিহিংসাকে তৃপ্ত করুন।

দ্রোণ। কিন্তু এতে আমার তপশ্চারণ লব্ধ ব্রহ্মমহিমা যে চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়ে যাবে।

কৃপ। কেন যাবে বন্ধু? ব্রাহ্মণের কি পৌরুষ নেই? ব্রাহ্মণ ঐশ্বর্য্যহীন বলে কি সে পরপদানত? তার বল্কল পরিধান বলে কি মণিমুক্তাধারী, গর্ব্বিত সম্রাট তার মস্তকের উপর চরণক্ষেপ করবে? ব্রহ্ম-মহিমার জন্য আশঙ্কা করবেন না, সহসা কৌরবপাণ্ডবগণকে চালিত করে দ্রুপদকে দণ্ড দিউন।

দ্রোণ! তবে তাই হোক,—ক্ষত্রশক্তি দিয়েই উদ্ধত ঐ ক্ষত্রশক্তির মস্তক নত করে দিই,—

কৃপ। সেই ভাল আসুন বন্ধু! রাত্রি হল, সন্ধ্যা আহ্নিক করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

— —

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—রঙ্গভূমি। কাল—প্রভাত।

[ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সঞ্জয় ও অন্যান্য রাজপরিষৎগণ, দর্শকগণ। ধনুর্ব্বাণ, গদা, অসি ইত্যাদি লইয়া দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ ও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ যুদ্ধ কৌশল দেখাইতেছিল। নেপথ্যে—রণবাদ্য বাজিতেছিল।]

ভীষ্ম। হে আমার প্রিয়দর্শন, যুধ্যমানগণ! তোমরা ক্লান্ত হয়েছ, ক্ষণিক বিশ্রাম নাও। আচার্য্য দ্রোণ! ধন্য আপনার শিক্ষা কৌশল। আজ কৌরব, পাণ্ডবগণের শৌর্য্য দেখে আমার স্থবির দেহ উৎসাহে স্পন্দিত হচ্ছে। কিন্তু বালকগণের মধ্যে কার শিক্ষা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করেছে তা' ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না।

দ্রোণ। বৎসগণ! এখন তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অস্ত্র কৌশল দেখাও দেখি। ঐ দেখ, ঐ বৃক্ষকাণ্ডের উপর একটা

গৃধ্র পক্ষী রয়েছে, দেখি কে তোমাদের মধ্যে এর চক্ষুটি শর দ্বারা বিদ্ধ কর্‌তে পার! যুধিষ্ঠির, তুমি সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ, তুমিই প্রথম এসে লক্ষ্য ভেদ কর।

যুধিষ্ঠির। যে আজ্ঞে।

[যুধিষ্ঠির ধনুতে শর যোজনা করিয়া লক্ষ্য ঠিক করিতে লাগিল]

দ্রোণ। তোমার লক্ষ্য ঠিক হয়েছে?

যুধিষ্ঠির। হয়েছে।

দ্রোণ। পাখীটাকে দেখতে পাচ্ছ?

যুধিষ্ঠির। পাখী, বৃক্ষ, আপনাকে, সবই দেখতে পাচ্ছি।

দ্রোণ। তুমি চলে এস, এই লক্ষ্য ভেদ করা তোমার কর্ম্ম নয়। দুর্য্যোধন, তুমি যাও দেখি!

[যুধিষ্ঠির অপসৃত হইলে দুর্য্যোধন যাইয়া লক্ষ্য ঠিক করিতে লাগিল।]

দ্রোণ। কি দেখছ দুর্য্যোধন?

দুর্য্যোধন। গাছের উপর একটা পাখী।

দ্রোণ। আর কি দেখছ? আমায় দেখতে পাচ্ছ?

দুর্য্যোধন। পাচ্ছি।

দ্রোণ। তুমিও চলে এস। এই লক্ষ্য ভেদ করা তোমারও কর্ম্ম নয়।

[দুর্য্যোধন অপসৃত হইল]

দ্রোণ। ভীমসেন, তুমি যাও দেখি!

ভীম। যদি আদেশ করেন, এই গদার আঘাতে পাখী সহ ঐ বৃক্ষটাকে চূর্ণ করে দিতে পারি, কিন্তু অমন ক্ষুদ্র একটা লক্ষ্যের উপর লক্ষ্য করে ধনুর্ব্বাণ হস্তে এক প্রহর কাটিয়ে দেব, এই ধৈর্য্য আমার নেই। ওসব আমি পার্‌ব না।

দ্রোণ। দুঃশাসন, তুমি পার্‌বে?

দুঃশাসন। ডেকে আমায় এতগুলি লোকের সম্মুখে আর অপমান করা কেন? ও কেউ পার্‌বে না গুরুদেব!

দ্রোণ। কেউ পার্‌বে না কি রকম?—অর্জ্জুন, তুমি এসে চেষ্টা কর দেখি।

[অর্জ্জুন আসিয়া লক্ষ্য ঠিক করিতে লাগিল]

দ্রোণ। হয়েছে?

অর্জ্জুন। হয়েছে গুরুদেব!

দ্রোণ। আমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছ?

অর্জ্জুন। না।

দ্রোণ। বৃক্ষটাকে।

অর্জ্জুন। না।

দ্রোণ। কি দেখ্‌ছ তবে।

অর্জ্জুন। শুধু গৃধ্রটার মস্তকটি দেখ্‌তে পাচ্ছি।

দ্রোণ। লক্ষ্য বিদ্ধ কর।

[অর্জ্জুন শরাঘাতে গৃধ্রটির চক্ষু বিদ্ধ করিল]

সকলে। ধন্য! ধন্য!

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়, অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করেছে?

সঞ্জয়। করেছে মহারাজ!

ধৃতরাষ্ট্র। দুর্য্যোধনটা ভাল করে কিছু শিখতে পারে নি বুঝি! আমার অদৃষ্ট!

ভীষ্ম। বংশের তিলক আমার! তোমায় দিয়ে কুরুবংশ ধন্য হোক। আঁর কি অস্ত্র কৌশল অভ্যাস করেছ দেখাও দেখি। বাজাও বাদ্যকরগণ—

[নেপথ্যে—বাদ্য। অর্জ্জুন নানাবিধ অস্ত্র কৌশল দেখাইতে লাগিল]

সকলে। ধন্য! ধন্য! সাধু! সাধু।

[সহসা রঙ্গভূমিতে ধনুর্ব্বাণ হস্তে কর্ণ প্রবেশ করাতে অর্জ্জুন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; বাদ্য থামিয়া গেল]

কর্ণ। অত গর্ব্বিত হয়ো না অর্জ্জুন! যে উচ্চ জয়ধ্বনি তোমায় সংবর্দ্ধনা কর্‌লে, আবার এখনই তা গুপ্ত উপহাসের মত তোমার প্রাণে বাজ্‌বে। তুমি যে রণচাতুর্য্যে জনগণকে মুগ্ধ করেছ বলে মনে মনে অহঙ্কারে স্ফীত হচ্ছ, ঐ চাতুর্য্য আমি অবহেলে সম্পাদন কর্‌তে পারি।

দ্রোণ। হে গর্ব্বিত যুবক, তুমি কি শিক্ষা পেয়েছ দেখি।

কর্ণ। পূজনীয় গুরুদেব! আপনি মনে কর্‌ছেন আপনার প্রিয়তম শিষ্য অর্জ্জুনের মত রণকুশল, শস্ত্রবিৎ এই পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই ; আপনার সে ভুল ভাঙ্গব,—আপনার প্রিয়তম শিষ্যের দর্প চূর্ণ করে,—

দ্রোণ। যারা কম কথা কয় তারাই কার্য্যকুশল, তারাই প্রশংসার্হ।

কর্ণ। তবে দেখুন এই অবজ্ঞাত অর্ব্বাচীনের কার্য্য ও কথা এক কি না !

[কর্ণ অর্জ্জুনের প্রদর্শিত রণ কৌশল দেখাইতে লাগিল]

সকলে। ধন্য ! ধন্য !

দুর্য্যোধন। আমিও বলি,—ধন্য ! ধন্য ! তুমি অবজ্ঞাতই হও বা অজ্ঞাতকুলশীলই হও, এই সর্ব্বজন সমাগত সভামণ্ডপে দাঁড়িয়ে, আমি উচ্চ কণ্ঠে, সগৌরবে তোমায় সখা বলে সম্বোধন কর্‌লেম। এস আমায় আলিঙ্গন কর।

কর্ণ। উদার, মহৎ তুমি ! হে কুরু রাজকুমার ! এই অভাজন আমরণ এই সখাবলার সম্মান রক্ষা করে চল্‌বে। অর্জ্জুন, তোমার গর্ব্বোজ্জ্বল মুখখানি অমন ম্লান হয়ে উঠ্‌ল কেন ? তুমি যদি নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা বলে মনে মনে ভেবে থাক, এস একবার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করে উভয়ের শক্তির পরীক্ষা দিই !

অর্জ্জুন। তুমি আহূত না হয়ে এই রঙ্গভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করেছ,—

কর্ণ। সাধারণ রঙ্গভূমিতে সকলেরই প্রবেশ অধিকার আছে, সাধারণের প্রতিদ্বন্দ্বীতা ক্ষেত্রে কেহ কাহাকে আহ্বান করে নিয়ে আসে না। অর্জ্জুন, দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমি তোমায় আহ্বান কর্‌ছি, যদি ভয় না হয়ে থাকে, মিথ্যা ছল না খুঁজে তার জন্য প্রস্তুত হও।

অর্জ্জুন। বেশ তাই হবে। যারা মরণের দিকে নিজেকে এগিয়ে দেয় তারা কৃপার পাত্র, কিন্তু তোমায় কৃপা কর্‌লে দম্ভকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। এস—

[অর্জ্জুন ও কর্ণের ধনুর্ব্বাণ হস্তে সমরোদ্যত হইয়া দণ্ডায়মান]

কৃপ। অপেক্ষা কর অর্জ্জুন! হে উদ্ধত যুবক, তুমি কে তা' সকলের অজ্ঞাত। এই অর্জ্জুন ভারতের শ্রেষ্ঠ বংশধর, ইনি স্বর্গীয় কুরুরাজ পাণ্ডুর পুত্র, ইনি রাণী কুন্তীদেবীর তৃতীয় গর্ভের সন্তান; ইনি তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছেন। হে দাম্ভিক বীর বালক, তুমি কোন রাজবংশকে অলঙ্কৃত করেছ, কোন রাজা রাণী তোমায় পুত্র পেয়ে ধন্য হয়েছেন তার পরিচয় দাও; তা না হলে অর্জ্জুন তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন না।—রাজকুমারেরা হীনগোত্রজাত ব্যক্তির সঙ্গে কখনো প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন না।

[কর্ণের হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ পড়িয়া গেল, নত মস্তকে সে দাঁড়াইয়া রহিল]

ভীম। কি হে বাক্যবীর! তোমার মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল কেন? তোমার জন্মকথা বল?

দুর্য্যোধন। হে আচার্য্য শারদ্বৎ কৃপ! আপনি শাস্ত্রবিদ, আপনি নিশ্চয়ই জানেন,—রাজকুলজাত, শূর ও সেনানায়ক, এই তিন প্রকার ব্যক্তি ভূপতি হতে পারেন। যদি ভূপাল ভিন্ন অন্য কাহারো সঙ্গে সংগ্রামে অর্জ্জুনের অমর্য্যাদা হয়, আমি এখনই, এই রঙ্গভূমির শ্রেষ্ঠশূর, এই লাঞ্ছিত বীরকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করছি। এস বন্ধু।—পিতা! আমায় অনুমতি দিউন।—

ধৃতরাষ্ট্র। পুত্র, তোমার হৃদয়ের উদারতা আমায় মুগ্ধ করেছে. তোমার যা অভিলাষ সম্পাদন কর।

দুর্য্যোধন। সখা, আমার এই স্বর্ণ আসনে উপবেশন কর! এই আসনেই তোমায় অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করব।

[দুর্যোধন কর্ণের হস্তধারণ করিয়া আসনে বসাইল]

দুর্য্যোধন। ব্রাহ্মণগণ! আপনারা এঁর মস্তকের উপর মন্ত্রপূত তীর্থসলিল বর্ষণ করুন, বেদজ্ঞ মহাত্মাগণ আপনারা এঁর অভি-ষেকের মন্ত্রপাঠ করুন, ভাই দুঃশাসন, বিকর্ণ, তোমরা সকলে মঙ্গলশঙ্খ বাজাও, লাজ কুসুম বর্ষণ কর।

ব্রাহ্মণগণ। ওঁ স্বস্তি! ওঁ স্বস্তি! ওঁ স্বস্তি!

[সকলে শঙ্খধ্বনি, মন্ত্রপাঠ, লাজবর্ষণ ইত্যাদি সম্পাদন করিতে লাগিল]

দুর্য্যোধন। বল,—জয় অঙ্গাধিপতির জয়।

কতিপয় ব্যক্তি। জয় অঙ্গাধিপতির জয়।

কর্ণ। হে আমার সম্মানিত সখা, হে আমার পরম বন্ধু! আপনি এই অজ্ঞাতকুলশীল অভাজনকে আজ যে মহৎ সম্মান ও সম্পদ দান করলেন তার প্রতিদানে সে আপনাকে কি দেবে অনুমতি করুন

দুর্য্যোধন। কিছুই চাইনে বন্ধু। শুধু এই শুভ লগ্নে দুই বন্ধুর প্রীতিকামী হৃদয় দু'খানি এক নিবিড় বন্ধনে চিরদিনের জন্য বদ্ধ হয়ে যাক। [কর্ণকে আলিঙ্গন করিল]

দুঃশাসন। বল,—জয় অঙ্গরাজের জয়

কতিপয় ব্যক্তি। জয় অঙ্গরাজের জয়।

[অধিরথের প্রবেশ]

অধিরথ। কৈ? কোথায় আমার আনন্দদুলাল পুত্র বসুষেণ কৈ? সে নাকি অঙ্গদেশের রাজা হয়েছে? কৈ কোথায়?

কর্ণ। [উঠিয়া) এই যে পিতা আমি। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। [প্রণাম]

অধিরথ। ওঠ বৎস! তোমার মস্তকের অভিষেক জলে আমার পদদ্বয় যে সিক্ত হচ্ছে! [কর্ণকে তুলিয়া] দীর্ঘায়ু হও, নারায়ণ তোমার কল্যাণ করুন। সূতপুত্র আজ অঙ্গরাজ; আমার কি আনন্দ! তোমার মা রাধাকে এই আনন্দের সংবাদটি দিয়ে আসি। [প্রস্থান]

ভীম। হাঃ—হাঃ—হাঃ—তুমি সূতপুত্র? ছিঃ-ছিঃ! ধিক তোমাকে। তুমি হীন সূতপুত্র হয়ে রাজকুমার অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছ? তোমার কি দুঃসাহস? কুকুরের যেমন যজ্ঞীয় অর্ঘ্যপাত্রের ঘৃতপান করা উচিৎ হয় না, তোমারও অঙ্গ রাজ্য প্রাপ্তি উচিৎ হয় নি। দুর্যোধন, তুমি ঈর্ষার বশে কি অন্যায় করেছ, বুঝতে পারছ?

দুর্যোধন। কিছুই অন্যায় করিনি ভীমসেন! শৌর্যাই মানুষকে সম্মান দান করে। আর যদি জন্মের কথা তুলতে চাও, আমাকেও অনেক অপ্রিয় সত্য কথা বলতে হবে। এই সুন্দর, সৌম্য, সহজাত কুণ্ডলকবচধারী পুরুষশ্রেষ্ঠ হীনজাত বলে উপেক্ষিত হতে পারেন না। ইনি অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হয়েছেন বলে তুমি ব্যঙ্গ কচ্ছ, আজ যদি ইনি নগনদীসাগরশোভিত এই পৃথিবীর অধিপতি হন, এঁর পক্ষে অশোভন হয় না। এঁর পিতা

কর্ণ

সূত কার্য্যে ব্রতী বটে, কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ সত্যবর্ম্মার সন্তান,—

ভীম। যাও, তার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে চরিতার্থ হওগে।

দুর্য্যোধন। এই দৃশ্য যদি তোমাদের পক্ষে অসহ্য হয়, তোমরা কয় ভাই, শায়ক অবনমিত করে দ্রুতপদে প্রস্থান কর।

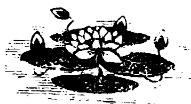
এস সখা, তোমার রাজ্যাভিষেকের আনন্দ, উৎসব করিগে।

[কর্ণের হস্ত ধারণ করিয়া প্রস্থান]

[পশ্চাৎ দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবগণের প্রস্থান।]

কৃপা। বেলা হল। এই রঙ্গ উৎসব ভঙ্গ হোক।

[সকলের প্রস্থান।]



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—শিবির-কক্ষ। কাল—রাত্রি।

দ্রোণ ও বন্দী দ্রুপদ।

দ্রোণ। কালের পরিবর্ত্তনে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে দ্রুপদ! আজ তুমি আমার সম্মুখে বন্দী অবস্থায় নতশিরে দাঁড়িয়ে আছ। আমার বুকের মাঝে প্রতিহিংসা রাক্ষসী তোমার উষ্ণরক্ত পান কর্‌বার জন্য আমার হস্তের খড়্গকে অসহিষ্ণু করে তুলেছে।

দ্রুপদ। তুমি আমায় বধ কর্‌বে ?

দ্রোণ। মনে পড়ে দ্রুপদ, একদিন এই বক্ষখানি স্নেহ ভালবাসার সম্পদসম্ভারে পূর্ণ করে তোমার সিংহাসনতলে দাঁড়িয়েছিলেম ; তুমি আমায় কি লাঞ্ছনা করেছিলে !

দ্রুপদ। তাই বুঝি এত দিন ধরে আমায় ধ্বংস কর্‌বার আয়োজন করেছ ?

দ্রোণ। তাই করেছি। তাই আমার সমস্ত ব্রহ্মণ্য মহিমাকে গঙ্গা-গর্ভে নিক্ষেপ করে শায়ক হস্তে কুরুরাজ্যের সান্নিধ্যে ছুটে এসেছিলেম। তাই প্রাণের একাগ্র নিষ্ঠায় কুরুবংশের কুমারগণকে শস্ত্রবিদ্যায় শূর শ্রেষ্ঠ করে তুলেছি। আজ তা'দের দিয়ে তোমায় পরাভূত কর্‌লেম।

দ্রুপদ। কিন্তু সত্যই কি তুমি আমায় বধ করবে ?

দ্রোণ। ভীত হয়ো না দ্রুপদ! ব্রাহ্মণ ক্ষমাশীল। যখন লাঞ্ছিত হয়ে তোমার প্রাসাদদ্বার হতে লুণ্ঠিত মস্তকে ফিরে এলেম, এক নিমেষে ব্রাহ্মণের সমস্ত ঐশ্বর্য্য আমায় পরিত্যাগ করলে,— —একটা হিংস্র রাক্ষসী তার জলন্ত দুটি অগ্নিনয়নে ক্রুদ্ধ জ্বালারেখা নিয়ে আমায় ঘিরে রইল। তার নির্ম্মম কবল হতে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য আমি যে কি কষ্ট করেছি তুমি জান না;—আমার গায়ত্রী বিফল হয়েছে, আমার ব্রহ্মচর্য্য ভেঙ্গে গেছে,—

দ্রুপদ। বন্দী অবস্থায়, তোমার উদ্যত খড়্গের তলে দাঁড়িয়ে, জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে অতীতকথা শুনবার আমার ধৈর্য্য নেই।

দ্রোণ। তবে এই খড়্গ দূরে ফেলে দিলেম। তোমার বন্ধনও মোচন করে দিচ্ছি [বন্ধন খুলিয়া দিল] এখন আমার অতীতের দু'টি কথা শুনবার ধৈর্য্য হবে কি ?

দ্রুপদ। যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছি। আর কেন আমায় অপমানিত করছ সখা ?

দ্রোণ। সখা ? না, না,—রাজা না হলে রাজার সঙ্গে সখ্য হতে পারে না দ্রুপদ। তুমি আজ হৃতরাজ্য, আমার কৃপাভিখারী।

দ্রুপদ। সত্য বটে। আমায় ক্ষমা কর।

দ্রোণ। সে দিন তোমায় বলেছিলেম, তুমি যখন আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, তোমায় আমি ক্ষমা করব। দ্রুপদ, বালকের খেলা বলে তুমি যে স্নেহ, ভালবাসাকে ব্যঙ্গ করেছিলে, তা সত্যই আমি কখনো বালকের খেলা বলে মনে করি নি, সত্যই আমি তোমাকে

প্রাণভরে ভালবেসেছিলেম ; তুমি তেমন ভালবাসাকে লাঞ্ছিত করে আমাকে কি ভাবে অধঃপতিত করেছিলে তা ভাবতেও আমার সমস্ত শরীর শিহরি ওঠে।

দ্রুপদ। অতীতের কথা ভুলে যাও সখা !

দ্রোণ। ভুলব। ভুলব বলেই তোমার সঙ্গে এমন সহজ, সরল ভাবে কথা কইতে পারছি। আজ তোমার ঐ ছোট্ট অক্ষরের সখা সম্বোধন আমার হৃদয়ের সে মুমূর্ষু ভালবাসাকে অপূর্ব্ব প্রাণরসে সঞ্জীবীত করে তুলছে। দ্রুপদ ! দ্রুপদ ! মনে পড়ে কি আমাদের সে শৈশবের কথা ?—অনধ্যায় দিনের শ্রান্ত সন্ধ্যায়,—তখন সবে মাত্র আকাশের বুকে দু একটা তারা ফুটে উঠছে ; সঙ্গীহীন ভয়ার্ত্ত একটা বিহঙ্গম, অস্ফুট ভগ্নস্বরে ডেকে ডেকে দিগন্তের পানে ছুটে চলেছে, আমরা দুটি বন্ধুর নীরব মর্ম্মের সমস্ত বেদনা ঐ পাখীটির জন্য সাড়া দিয়ে উঠল ! মনে পড়ে কি দ্রুপদ, ব্যাধসরাহত শাবক বক্ষে, স্নেহাতুরা হরিণীর সে দুফোঁটা চোখের জলের কথা ?—হৃদয়ের এইসব কোমল প্রবৃত্তি,—মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, কালের পরিবর্ত্তনে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে যদি নষ্ট করে দিই, আমাদের মত দুর্ভাগা কে ? চল, দ্রুপদ, আবার আমাদের সেই শৈশবের মাঝে ফিরে যাই। দুই সখাতে আবার প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে হৃদয়ের সৌন্দর্য্য দিয়ে পৃথিবীকে সুন্দর দেখি—

দ্রুপদ। এখন ত আর তা হয় না। আজ তুমি পাঞ্চাল রাজ্যের অধিকারী, আর আমি নির্জ্জিত পথের ভিখারী।

দ্রোণ। আমার বিজিত রাজ্যের আমি অর্দ্ধ অংশ তোমায়

ফিরিয়ে দিচ্ছি ;—তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণ পারে, চর্ম্মণ্বতী নদী পর্য্যন্ত সমস্ত পাঞ্চাল ভূমির অধিকার প্রাপ্ত হলে, কম্পিল্য নগর তোমার রাজধানী হোক। ভাগীরথীর উত্তর পারের অহিচ্ছত্র ভূমি টুকু আমার অধিকারে রইল। তোমার রাজ্য আমি কখনো গ্রহণ করতেম না ; বলেছিলে,—রাজা ভিন্ন রাজার সখা হতে পারে না ; তাই আমাদের পূর্ব্ব সৌহার্দ্দ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য তোমার কিছু ভূমি আমি গ্রহণ করলেম। ক্ষুব্ধ হয়ো না বন্ধু, এক খণ্ড ভূমির বিনিময়ে আমি স্নেহ ভালবাসা পূর্ণ এই উদার হৃদয় তোমায় দান করলেম।

[আলিঙ্গন]

সখা! এই মুহূর্ত্তেই আমি কৌরব সৈন্যগণকে ফিরিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছি। চিরদিন আমায় মনে রেখ বন্ধু! [প্রস্থান

দ্রুপদ। রাখব। প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্রাহ্মণ! তোমার সঙ্গে সখ্য? অসম্ভব। তুমি কৌরব শক্তিতে সমৃদ্ধ, আমি দৈব সহায্যে তোমার মৃত্যু আয়ত্ত করব। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—রৈবতক পর্ব্বত। কাল অপরাহ্ণ।

কৃষ্ণ ও ব্যাসদেব।

[গাইতে গাইতে যাদব বালকগণের প্রবেশ]

গীত

বাঁশী তোমার গেছে ভাসি
যমুনার জলে,
বঁধু, আর ভুলাবে কোন ছলে?
ঝির্ ঝির্ ঝির্ শুনে ঝরণার গান,
কালিন্দীর তরে কাঁদে না কি প্রাণ?
চলহে নিঠুর শ্যাম! ফিরে যাই
তমালের তলে।

[বালকগণের প্রস্থান]

ব্যাস। একি খেলা লীলাময়! ভুবন ভরিয়া
তুলেছ যে খেলা, একি তারি অভিনয়?—

কৃষ্ণ। আমি তুলিয়াছি খেলা? হে কল্যাণকামি!
কি অপার বিশ্ব, কি ক্ষুদ্র মানব আমি!
হেরি যবে ঐ নীল আকাশ সীমাহারা,
ভাবি,—কেন হোথা ফোটে চন্দ্র, সূর্য্য, তারা।

কেন মানবের প্রাণ সুখ দুঃখ ভরা।—
তৃপ্তি নাই, শ্রান্তি নাই, সদা দিশে হারা,
পশ্চিমের আবর্ত্ত ফেনিল সিন্ধু প্রায়
রাত্রিদিন পড়িছে আছাড়ি মত্ততায়!

ব্যাস। সে খেলা তোমারি নারায়ণ!
হে মানব সখা! কর মানবের মন
প্রেমপ্রীতিভক্তি মাখা সুন্দর মোহন;
হিংসা, দ্বেষ, অভিমান হোক অবসান;
দেবতার উর্দ্ধে হোক মানবের স্থান।
চাহি না স্বর্গ। ধন্য হোক এ বিশ্বভূমি।
সে আমার স্বর্গ,—যেথা অবতার তুমি।

কৃষ্ণ। কে আমি? কার কাছে আজ করিছে
প্রার্থনা, ব্যাসদেব মানব কল্যাণ?
প্রতিভার দীপ্ত গরিমা—হে পুণ্যবান!
উদীরিত নানা ছন্দে তুলে নানা গান
দেবতার উর্দ্ধে মানবে দিয়েছ স্থান।
মর্ম্ম হীন দেশ,—স্বর্গ যদি হয় শেষ,
নাহি কোন ক্ষতি। তব ভাব-রাজ্য মাঝে
যে স্বর্গ বিরাজে মানব লভিবে প্রীতি।

ব্যাস। আমার আদর্শ তুমি,—কল্পনার ধন!
মনোরাজ্যে রাখি তব মূরতি মোহন
রচি' যত ছন্দ গান ভরেছি ভুবন।

কৃষ্ণ। ক্ষুদ্র মানব আমি, বহি সুখ দুঃখ ভার ;
—আমি কি আদর্শ হেন মহা কল্পনার ?
নহে কবি ! আপনারে বুঝিতে পারনা,
আপনা সনে আপনি করিছ ছলনা।
—ভাবোন্মত্ত ঐ প্রাণে বিশ্বের মহাগান
ছন্দে, সুরে অগোচরে লভিয়াছে প্রাণ।

ব্যাস। কাহারে ভুলাতে চাও ওহে নারায়ণ !
আমি কি জানি না তুমি কোন মহাজন ?
হে স্রষ্টা ! সৃষ্টির সে প্রথম যুগে,—যবে—
প্রলয় বারিধি ব্যাপ্ত ঘন অন্ধকারে
বহিত মত্ত ঝটিকা ক্ষুব্ধ হাহাকারে,
নাহি রাত্রিদিন, আকাশ ধরণী লীন
মহা অবর্ত্তে,—রুদ্র, অকূল, সামাহান।
ক্ষুদ্র অণু পরমাণু নিয়ে নারায়ণ !
কে গড়িল পুষ্পিত এ সুন্দর ভুবন ?
জড় মাঝে কে জাগাল জীবন স্পন্দন ?
পুলকি দিশি রঙ্গে বিপুল নৃত্য ভঙ্গে
ওঠনি কি ভাসিয়া তুমি ব্যোমতরঙ্গে ;—
মস্তকে তরুণ সূর্য্য, বুকে প্রাণবিন্দু,
হস্তে বেদ, চরণে লুণ্ঠিত মহা সিন্ধু !
—জীবনের প্রথম প্রভাতে স্বপ্নভাঙ্গা
তন্দ্রাতুর চোখে, কারে করিল বান্দনা

বিশ্ব ?—সে কি দেবে, না মানবে ?
বৃন্দাবনে—কালিন্দী পুলিনে—তারপর
হেরিয়াছি আমি তব লীলা মনোহর ;—
আপনারে দেছ বিলাইয়া শত ধারে
রাঙি' প্রেমের কুঙ্কুম পঙ্কে, ফুলভারে।
সেথা বাঁশের বাঁশরী তুলিত যে তান
আমি তার মাঝে শুনিয়াছি সামগান।

নেপথ্যে গীত—

"প্রেম পয়োধি যছু নাহি অবধি"
কাহে নিঠুরা মোহে বঁধুয়া

ব্যাস। কে গায় ?

কৃষ্ণ। উদ্ধব আসিছে হেথায়।

[গাইতে গাইতে উদ্ধবের প্রবেশ]

গীত।

প্রেম পয়োধি যছু নাহি অবধি
কাহে নিঠুরা মোহে বঁধুয়া ?
সোঙরি চরণ ঝুরত নয়ন অনুখন
অনলে যব দেহ দিল ডাড়িয়া।

কৃষ্ণ। চির হসিত আনন কেন হেন ম্লান ?
কেন এ বিষাদের গান ?

উদ্ধব। ব্যথিত পরাণে এনেছি বহিয়া
অশুভ সংবাদ।

কৃষ্ণ। কি সংবাদ ?

উদ্ধব। মাতা কুন্তী সহ পাণ্ডব হয়েছে নাশ।

কৃষ্ণ। সে কি কথা ?

উদ্ধব। সত্য এ বারতা।
পাঞ্চাল-সমরে পাণ্ডবের শৌর্য্য হেরে।
চিন্তাকুল ক্রুর দুর্য্যোধন।—পুরোচণে
ডাকি বারণাবতের নন্দন কাননে,
জতুগৃহ রচিল মোহন। মিথ্যা ছলে
দিল পাঠাইয়া পাণ্ডবে সে বহ্নি-শালে।—

ব্যাস। তার পর ?

উদ্ধব। তারপর—নিশুতি নিশায় জতুগৃহে
পুরোচণ করি অগ্নি সংযোজন ভস্ম
করিয়াছে মাতা সহ সমস্ত পাণ্ডবে—

কৃষ্ণ। হায় বিশ্বকবি! এইত মানব,
যাহারে করিছ দান দেবতার
ঊর্দ্ধে স্থান ?

ব্যাস। জানি না কেন অভিশপ্ত হেন
মানব জীবন ? যাই, উৎকণ্ঠিত প্রাণ মন—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—অলিন্দ কাল—প্রভাত।

দুর্য্যোধন ও শকুনি।

শকুনি। তোমার বাবা অন্ধ বটে কিন্তু খুব দূরদর্শী। চোখের জলের উপর হাসি ভাসাতে একমাত্র তোমার বাবাকেই দেখ্‌লাম।

দুর্য্যোধন। বাবা পুত্রবৎসল। তাঁর নিন্দা কর না মামা!

শকুনি। আরে রামচন্দ্র! তোমরা সব দীর্ঘায়ু হয়ে বেঁচে থাক। তোমাদের বাবা পাণ্ডবগণের আদ্যশ্রাদ্ধের যে নিমন্ত্রণটা খাওয়ালেন এর জন্য তাঁকে দু'হাত তুলে ধন্যবাদ দিচ্ছি। তিনি শালাবৎসলও কিছু কম নন।

দুর্য্যোধন। কিন্তু মামা, ঘটনার মূল তুমি।—তুমি যদি বুদ্ধি বার করে পাণ্ডবগণকে ধ্বংশ কর্‌বার এ কৌশলটা না কর্‌তে কিছু দিন পরে তোমার ভাগ্নেগণের শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ তোমায় খেতে হত। মামা, তুমি বেশ লোক; দুঃখ আমার,—বাবা তোমায় শালা বলেন।

শকুনি। তার জন্য দুঃখ কি বাবা? তোমার বাবা আমায় যদি একবার শালা বলেন আমি তাঁকে পাঁচবার বল্‌ব। খাসা লোক তোমার বাবা।—পাণ্ডবগণের মৃত্যু সংবাদে তোমার বাবার ক্রন্দন দেখে হাসির চাপে আমার মুখের বন্ধন ভাঙ্গ ভাঙ্গ হয়ে উঠেছিল, অনেক কষ্টে সাম্‌লে গেলাম।

[কর্ণের প্রবেশ]

কর্ণ। বড় শুভ সংবাদ সখা!

দুর্য্যোধন। পাণ্ডবগণের মৃত্যুসংবাদ ত? সে সংবাদ কি তুমি পূর্ব্বে পাও নি? বাবা কত ঘটা করে তাদের শ্রাদ্ধ করালেন!

কর্ণ। কেন এ হীন কাজ কর্‌লে সখা? পৌরুষ দিয়ে যাদিগকে জয় কর্‌তেম কেন কাপুরুষের মত তাদিগকে এমন ভাবে হত্যা করালে? বারণাবতের কলঙ্ককথা তোমার নামের সঙ্গে যে সহস্র মুখে ধ্বনিত হচ্ছে! জীবন ভোর এ কলঙ্কভার কেমন করে বইবে?

দুর্য্যোধন। মনে পড়ে সখা, একদিন রাজনীতিবিশারদ কণিক বাবাকে বলেছিল,—"ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কাল, অকাল বিচার না করে শত্রুকে সংহার কর্‌বে।" প্রসিদ্ধ রাজনীতিকের মুখে এই সমীচীন বাণী শুনে আমার বিচারবুদ্ধি আমাকে এই বাণীর মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে উত্তেজিত করেছে।

কর্ণ। সখা! যে শত্রুকে আমরা সহজে বাহুবলে জয় কর্‌তেম তার জন্য হীন কৌশল করে নিজেকে কলঙ্কিত কর্‌ব কেন? এই সূতপুত্রের শৌর্য্যের উপর বোধ হয় সখার খুবই সন্দেহ।

দুর্য্যোধন। তোমার শক্তি ও হৃদয়ের উপর আমার যেমন বিশ্বাস, আমার নিজের উপরও তেমন বিশ্বাস নেই। কিন্তু কুরুগৃহের এই বিরাট ষড়যন্ত্রশালায় একমাত্র তুমিই কৌরবগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।—পিতার অন্নে পুষ্ট ব্রাহ্মণকুলকুলাঙ্গার দ্রোণ, কৃপ পাণ্ডবগণের কল্যাণপ্রার্থী; বৃদ্ধ, অথর্ব্ব পিতামহ ভীষ্ম,—চরিত্রবলে যতই গরিষ্ঠ হোন, তাঁর প্রতিক্ষণের ব্যবহারে, তাঁর হৃদয়ে যে

পাণ্ডবগণের প্রতি অপরিমেয় স্নেহ সঞ্চিত রেখেছেন তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ; পিতার ভালবাসায় বর্দ্ধিত, পিতার অন্নে প্রতিপালিত দাসীপুত্র বিদুর !—সেও পাণ্ডবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সকলেরই স্নেহের ও গৌরবের কেন্দ্র যেন ঐ পাঁচটি ভাই, আমরা শত ভ্রাতা সকলের একটা তুচ্ছের বিষয়—

শকুনি। না, বাবা,—সকলের মধ্যে আমাকে ফেল না বাবা ! আমি তোমাদের খুব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

কর্ণ। সখা ! যা বল্‌লে সব সত্য।

দুর্য্যোধন। তাই যে ধর্ম্ম আমাদের অন্নে বর্দ্ধিত সুহৃদবর্গকে ভ্রান্তপথে চালিত করেছে, আমি সে ধর্ম্মকে ব্যঙ্গ করে পাণ্ডবগণকে ধ্বংস করেছি।

শকুনি ! বেশ করেছ বাবা ! এখন খাও, দাও, নৃত্য কর ; কোন বাধা নেই।

দুর্য্যোধন। সখা ! তোমার শুভ সংবাদটা কি এখনোত জান্‌তে পার্‌লেম না।

কর্ণ। পাঞ্চালরাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে মনে পড়ে ?—সে তন্বী, শ্যামা, প্রফুল্লপদ্মপলাশনয়না,—

দুর্য্যোধন। পড়ে বৈ কি !

কর্ণ। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ তার স্বয়ম্বর ঘোষণা করেছেন। তবে স্বয়ম্বরটা একটু বিচিত্র রকমের।—

দুর্য্যোধন। কি রকম ?

কর্ণ। এই স্বয়ম্বর কন্যার নির্ব্বাচনের উপর নির্ভর কর্‌বে না।

রাজা দ্রুপদ এক ঘূর্ণ্যমান চক্রের আড়ালে একটা দুর্ভেদ্য লক্ষ্য স্থাপন করেছেন; যিনি সে লক্ষ্য ভেদ কর্‌তে পার্‌বেন, তাঁরই কণ্ঠে সে বরবর্ণিনী বরমাল্য অর্পণ কর্‌বেন।

দুর্যোধন। ভাল।—আমার সখার নিপুণ হস্ত এমন লক্ষ্যকে উপহাস কর্‌বে।

কর্ণ। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি,—যদি এ লক্ষ্য ভেদ কর্‌তে পারি, আমার বিজয়লব্ধ পুরস্কার আমার সখার করেই সমর্পণ কর্‌ব।

দুর্য্যোধন। তোমার স্নেহ যে আমার উপর অপরিসীম তা আমার অবিদিত নাই। মামা, চুপটি করে বসে আছ কেন? সত্যই এ বড় শুভ সংবাদ।

শকুনি। তোমরা যেমন করে ভাগ বিলি কর্‌ছ তোমার মামার তাতে কথা কইবার যো নেই। তা যাক্। তোমরা সুখী হও; আমার শুনেই সুখ।

[দুঃশাসনের প্রবেশ]

দুঃশাসন। সর্ব্বনাশ মামা! সর্ব্বনাশ!

শকুনি। অমন কর্‌ছিস্ কেন? কি হয়েছে?

দুঃশাসন। মামা, মরেনি, মামা, মরেনি!

শকুনি। মামা মরেনি কিরে?

দুঃশাসন। সত্যি মামা, মরে নি।

শকুনি। মামা ত সত্যই তোর মরেনিরে?

দুঃশাসন। মামা, সত্যি সত্যি মরে নি।

শকুনি। দূর হতভাগা! জ্যেন্ত মামা সটান চোখের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, তবু বলে মামা সত্যি মরে নি। হতভাগা!—

দুঃশাসন। গাল দিও না মামা, তবে সত্যি তুমি মরেছ। কথা বোঝ না, আবার গালাগালি দাও?

দুর্য্যোধন। কে মরে নি ভাই?

দুঃশাসন। তা'রা।

দুর্য্যোধন। তা'রা কারা?

দুঃশাসন। পাণ্ডবেরা।

শকুনি। সে কি?—তাদের শ্রাদ্ধ হয়ে গেল তবু মরেনি কি রকম?

দুঃশাসন। শ্রাদ্ধ, তিলউৎসর্গ যাই কর তারা মরেনি।

দুর্য্যোধন। তুমি এ কথা কার কাছে শুন্‌লে ভাই?

দুঃশাসন। এই মাত্র সঞ্জয় ও বিদুর কাকা এই নিয়ে আলোচনা কর্‌ছে, আমি আড়িপেতে সব শুনেছি। তারা নাকি অনেক রাক্ষস বধ করেছে, আরো কত কি কাণ্ড করেছে—

দুর্য্যোধন। আমার একটা কথা এখন বেশ মনে হচ্ছে।—

কর্ণ। কি কথা সখা?

দুর্য্যোধন। পাণ্ডবেরা যখন বারণাবত যাত্রার উদ্যোগ করে তখন ঐ বকধর্ম্মী বিদুরকাকা দুর্ব্বোধ্য যাবণিক ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে অনেক কথা বলেছিল; আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে যে—আমাদের ষড়যন্ত্রের কথাই বা ইঙ্গিত করেছিল।

শকুনি। কিন্তু সে ছয়টি দগ্ধ কঙ্কাল জতুগৃহে কোথা হতে এল ?

দুর্য্যোধন। তাইত !

কর্ণ। কিন্তু আমার বুকের উপর যে নিরানন্দের পাথর চেপেছিল তা গলে গেল।

শকুনি। এখন পাথরটা বোধ হয় আবার জমাট হয়ে মাথা চেপে দেবে !

দুর্য্যোধন। আমায় ভাবিয়ে তুল্লে ! চল যাই, ব্যাপারটা কি জেনে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—প্রাসাদ কক্ষ। কাল—রাত্রি।

ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়।

ধৃতরাষ্ট্র। সেত আমার পরম সৌভাগ্য সঞ্জয়, দুর্য্যোধন অকৃতকার্য্য হোক, কিন্তু অর্জ্জুন ত লক্ষ্য ভেদ করে কুরুবংশের গৌরব রক্ষা কর্‌লে। যখন শুন্‌লাম,—এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ লক্ষ্য ভেদ করেছে; আমার মন কখনই সে কথা বিশ্বাস কর্‌তে চায়নি।—আমার প্রাণের তলে তখন আশা ও হর্ষ জেগে উঠেছিল।

সঞ্জয়। বারণাবতের অগ্নিকাণ্ডের পর এঁরা যে জীবিত আছেন এ কথা ধারণার অতীত।

ধৃতরাষ্ট্র। মরণবিজয়ী প্রাণ যারা সঙ্গে এনেছে তাদিগকে না শস্ত্রে ছিন্ন করে, না অগ্নিতে দগ্ধ করে।—তাদের অতুল শৌর্য্য, অনুকূল দৈববল আমাকে অভিভূত করে ফেলেছে। এমন শক্তির সমাহার হস্তিনাপুরের গৌরবের কারণ।

সঞ্জয়। কিন্তু কুমার দুর্য্যোধন সন্তপ্ত!

ধৃতরাষ্ট্র। বালক সে,—বুঝ্‌ছে না।—অপরাজেয় শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ না করে তার সাহায্য গ্রহণ করাই শ্রেয়। সে ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে আমি তাদিগকে আহ্বান করে এনে, ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে যুধিষ্টিরকে অভিষিক্ত করব ঠিক করেছি। আজ যদি কৌরব, পাণ্ডবগণ পরস্পর পরস্পরের পার্শ্বে এসে দাঁড়ায়,—এই ভারতবর্ষে কে এই দুর্ধর্ষ কুরুশক্তির সম্মুখীন হতে সাহস করবে?

সঞ্জয়। আপনি মহানুভব।

[গাইতে গাইতে বিদুরের প্রবেশ]

গীত।

স্তিমিত তারা,
চাঁদ কিরণ হারা,
হে চিরবাঞ্ছিত! কোথাতব তরী?
গহন কানন,
তিমির সঘন,
পুলিন নির্জ্জন,
কেন নীরব তব বাঁশরী?

যদি ডেকে দিলে গান,
তরীতে নাহি থাকে স্থান ;
চরণতলে লহ ভগবান !
সকল বাসনা সম্বরি।

ধৃতরাষ্ট্র। এস ভাই! তুমি সংসারের শত সুন্দর শোভার ভিতর থেকেও নিজের চোখ দুটকে ভগবানের দিকে আবিষ্ট করে রেখেছ ; আমি জন্মান্ধ,—পৃথিবীর পুষ্পিত শোভার ভাণ্ডার আমার সম্মুখে চির রুদ্ধ ; কিন্তু তবু এই দৃষ্টিহীন নয়ন ভগবানের দিকে ফিরাতে পার্ছি কৈ ?

বিদুর। ভগবান যাঁর হৃদয় মধ্যে চিরবিরাজমান, তিনি বাহিরে তাঁর সন্ধানে চোখ ফিরাবেন কেন ? আমি অভাজন, তাই ডেকে ডেকে সারা হয়েও তাঁর সাড়া পাচ্ছি না। দাদা ! আমায় কেন ডেকে পাঠিয়েছেন ?

ধৃতরাষ্ট্র। ভাই, যুধিষ্ঠিরাদির সৌভাগ্যের সংবাদ শুনে প্রাণ আমার আনন্দে ভরে গেছে ; আমি ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে তাদেরে প্রতিষ্ঠিত কর্ব ঠিক করেছি—

[দুর্য্যোধনের প্রবেশ]

দুর্য্যোধন। এ কখনো হতে পারে না পিতা !

ধৃতরাষ্ট্র। কি হতে পারে না দুর্য্যোধন ?

দুর্য্যোধন। পাণ্ডবগণকে এনে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা।

ধৃতরাষ্ট্র। কেন পারে না পুত্র ?

দুর্য্যোধন। কে স্বহস্তে নিজের অট্টালিকায় অগ্নি প্রয়োগ করে?

বিদুর। কুমার দুর্য্যোধন! সাবধান! নিজের মঙ্গলের মস্তকে পদাঘাত কর না।

দুর্য্যোধন। রাজা, রাজপুত্রের কথার মধ্যে অনার্য্যপুত্র কথা কইতে আসেন কেন?

ধৃতরাষ্ট্র। একি অবজ্ঞার ভঙ্গীতে কথা বলা দুর্য্যোধন?

দুর্য্যোধন। আপনি সম্মান করতে পারেন পিতা! কিন্তু যাঁর হৃদয়ে কৌরবগণের বিনাশের জন্য বিষ সঞ্চিত রয়েছে তাঁকে আমি সম্মান করতে পারি না।

বিদুর। আমার হৃদয়ে কৌরবগণের বিনাশের জন্য বিষ সঞ্চিত নেই দুর্য্যোধন! তোমরা প্রতিদিন হিংসার অনলে যে ভাবে ইন্ধন যোগাচ্ছ, শঙ্কা হয় একদিন তাতে তোমরা নিজেকে ভস্ম করবে।

দুর্য্যোধন। অযাচিত উপদেশ দানের কোনও প্রয়োজন নেই।

ধৃতরাষ্ট্র। তুমি চিন্তা কর না পুত্র, আমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

দুর্য্যোধন। আপনি সরল।—লোকের কথায় গলে যান; তাই সাবধান করতে এসেছি। যাই পিতা! আবার বলছি,—নিজের সর্ব্বনাশকে নিজে ডেকে আনবেন না।

[প্রস্থান।

ধৃতরাষ্ট্র। দুর্য্যোধন উত্ত্যক্ত হয়েছে।

বিদুর। তার কথা শুনবেন দাদা! অভিশপ্ত জীবন নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করেছে,—কৌরবগণের পুরোভাগে সে অকল্যাণের মত বিরাজ করছে। আপনি ধর্ম্মাচরণ করে এই অমঙ্গলের শাস্তি করুন।

ধৃতরাষ্ট্র। পুত্র কিনা বিদুর!—এক রক্ত, এক মাংস—

বিদুর। হৌক পুত্র।—নিজ অঙ্গে বিষব্রণ হলে সে অঙ্গ শস্ত্র প্রয়োগে ছেদন কর্‌লে প্রাণ রক্ষা হয়।

ধৃতরাষ্ট্র। তাইত! তাইত! হুঁ, তাইত! বিদুর! যাও, পাণ্ডবগণকে নিয়ে এসগে।—যা সঙ্কল্প কয়েছি তাই কর্‌ব। পুত্র রুষ্ট হবে; কি কর্‌ব? ধর্ম্মত আছে। যাও বিদুর, তাদিগকে নিয়ে এস গে।

বিদুর! দাদা, আপনি ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করে আপনার পুত্রগণের কল্যাণ সাধন কর্‌লেন। যাই, নমস্কার গ্রহণ করুন।

[প্রস্থান।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়! ঘটনাস্রোতে পুত্রগণকে ভাসিয়ে দিলেম, দেখি বিধাতা পুরুষ তা'দিগকে কোন দিকে চালিত করেন!

সঞ্জয়। গান্ধারী দেবী আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, চলুন, অন্তঃপুরে যাই।

ধৃতরাষ্ট্র। কেন ডেকেছেন? আচ্ছা, চল সঞ্জয়!

[উভয়ের প্রস্থান।



পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আলোকিত পথ। কাল—রাত্রি।

পুরবাসিগণ।

গীত।

ঢাল তারা জ্যোতিধারা,
ঢাল চন্দ্রমা
সুষমা রাশি।
সুন্দর ভবন, ঝলমল কিরণ;
নয়ন উঠিছে ঝলসি'।
মধুর মধুর মুখর গান,
নহে ম্রিয়মাণ ব্যথিত পরাণ,
সকল দৈন্য করি অবসান
উছলে অমল হাসি।

[প্রস্থান।

[অর্জ্জুন ও সহদেবের প্রবেশ]

অর্জ্জুন। এই আনন্দ-উৎসবের মধ্যে তোর অমল চোখ দুটি আজ সব চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মাতৃহারা ভাইটি আমার! প্রবাসে, হিমরৌদ্রক্লান্ত তোর ম্লান মুখখানার দিকে যখন চেয়ে দেখতেম, অন্তরের রুদ্ধ বেদনায় সমস্ত অঙ্গকে অবস করে দিত।

কি কষ্টেই না আমাদের দিনগুলি কেটেছে!—কখনো অনশন, কখনো শাকান্ন ভোজন; অনাবৃত আকাশ তলে কখনো বিনিদ্র চোখে তুহিনক্লিষ্ট রাত্রি যাপন! উঃ! কি দুঃখেই না দিনগুলি গেছে! দুঃখের পর সুখ, সে বড় মধুর! তাই এ উৎসব এমন মিষ্ট লাগ্‌ছে।

সহদেব। কিন্তু দাদা, এখনো আমাদের দুঃখের অবসান হয়নি!—এই রাজসূয়যজ্ঞের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রবল দুঃখ আমাদিগকে অনুসরণ করবে। আমি গণনা করে দেখেছি—

অর্জ্জুন। কি দেখেছ!

সহদেব। দেখ্‌লেম, অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের সম্পদ স্থানে দুষ্টগ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি,—রাহু জন্মরাশিস্থ, ইহাতে সম্পদ নাশ, বনবাস, নানা রকম দুঃখ—

অর্জ্জুন। তার জন্য চিন্তা কি ভাই!—হৃষীকেশ হৃদয়ে আছেন, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। চল ভাই, আগামী কল্য যজ্ঞ পূর্ণ হবে, তার আয়োজন করিগে। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—মন্ত্রণা-কক্ষ। কাল—রাত্রি।

দুর্য্যোধন ও শকুনি।

শকুনি। মাথার ঘা এখনো সারেনি বাবা?—তুমি রাজার ছেলে, এমন ভাবে কি করে লাঞ্ছিত হলে, আমি ভেবেই ঠিক করতে পারছি না।

দুর্য্যোধন। আমার চোখে কেমন ধাঁধাঁ লেগেছিল। ময়দানব এমন ভাবে নির্ম্মল, স্বচ্ছ স্ফটিকফলক সব বিন্যাস করে রেখেছে,—কোনখানে দরজা, কোন খানে ফাঁক কিছুই বুঝতে পারিনি; এমন সুন্দর একটা কৃত্রিম জলাশয় নির্ম্মাণ করেছে যে, আমি সত্য পুষ্করিণী ভেবে কাপড় সম্বরণ করে যেই স্নান করতে নাম্‌ছি, অমনি ভীম হেসে উঠ্‌ল,—আমার চমক ভাঙ্গল।

শকুনি। হাস্‌ল কেন? এতে তোমায় অপমান করা হয় না?

দুর্য্যোধন। অপমান? এমন অপমান বোধ হয় জীবনে কখনো পাই নি। এই অপমান, আমার চোখের নিদ্রা, মনের শান্তি সব হরণ করেছে। পাণ্ডবগণের সর্ব্বনাশ সাধন এখন আমার জীবনের প্রধান ব্রত হয়েছে।

শকুনি। ব্রত ত হয়েছে, কিন্তু তা উদ্‌যাপনের উপায় ত এখনো কিছু হয়ে উঠে নি বাবা?

দুর্য্যোধন। কি উপায় কর্‌ব মামা, দৈব তা'দের অনুকূল। কতবার তা'দের বিনাশের চেষ্টা কর্‌লেম, কিন্তু সমস্তকে ব্যর্থ করে দৈবানুগ্রহে তারা সম্পদে গর্ব্বিত, ঐশ্বর্য্যে স্ফীত হয়ে উঠ্‌ছে।

শকুনি। শাস্ত্রে কিন্তু বলে পুরুষাকার দিয়ে দৈবকে জয় করা যায়।

দুর্য্যোধন। ঐ শাস্ত্রকে অগ্নিতে ভস্ম করে দাও।—চোখের সম্মুখে দেখ্‌লে ত,—রাজসূয় যজ্ঞসভায় চেদিরাজ শিশুপালের নিধন ব্যাপার!—শৌর্য্যে, সাহসে, বীর্য্যে শিশুপালের সমকক্ষ সে সভায় কে ছিল? কিন্তু দৈব কেমন প্রতিকূল,—নগণ্য যদুবংশের সন্তান কৃষ্ণ,—চিরদিন বৃন্দাবনের আভীর পল্লীর মধ্যে বাঁশী বাজিয়ে, ননী

চুরি করে কাটালে, সে তার শস্ত্রশালার পরিত্যক্ত একটা কলঙ্ক মলিন চক্র নিক্ষেপ করে তাঁর কণ্ঠ ছিন্ন করলে।

শকুনি। কিন্তু আমার কাছে এমন এক বস্তু আছে বাবা, যা দিয়ে আমি দৈবকে জয় করে পাণ্ডবগণের সর্ব্বনাশ করতে পারি।

দুর্য্যোধন। মামা, সন্তপ্ত প্রাণে তোমার এ ব্যঙ্গ ভাল লাগছে না।

শকুনি। ব্যঙ্গ নয় বাবা, সত্যই পাণ্ডবগণের সর্ব্বনাশের উপায় আমার এ পাশায়। এই পাশা দিয়ে আমি পাণ্ডবগণের রাজ্য, ধন সব হরণ করে আনতে পারি। যুধিষ্ঠির ভয়ানক দ্যূতক্রীড়াশক্ত অথচ খেলতে কিছুই জানে না। আমি তাকে পণে হারিয়ে তার সর্ব্বস্ব তোমার হাতে তুলে দিতে পারি। কিন্তু—

দুর্য্যোধন। তোমার দুটি পায়ে পড়ি মামা, এতে আর কিন্তু কর না। আমার এই পাণ্ডুর মুখ, এই ম্লান নয়ন দেখে কি তোমার দুঃখ হয় না?

শকুনি। কিন্তু করছি—তোমার বাবার কথা চিন্তা করে;—তিনি কি কপট পাশায় স্বীকৃত হয়ে অনুমতি দেবেন?

দুর্য্যোধন। খুব দেবেন। আমি তাঁর প্রাণের কথা জানি।—মুখে তিনি যাই বলুন,—তাঁর হৃদয় পাণ্ডবগণের সমৃদ্ধি কামনা কখনো করে না; তবে ধর্ম্মের একটা মিথ্যা ভয় তাঁর প্রাণের কোণে মাঝে মাঝে সাড়া দিয়ে ওঠে।

শকুনি। আচ্ছা, যাক,—এ জন্য আমি শুদ্ধ তোমার বাবার কাছে যাব। তুমি একটা কাজ করবে,—তোমার কণ্ঠের ঐ ভীম নিনাদটাকে খুব ক্ষীণ করে আনবে, যতদূর কাতর করতে পার;

চোখে জল এনে দেখাতে পারলে আরো ভাল হত, কিন্তু অন্ধের সম্মুখে তা নিষ্ফল।—তা চোখে জল নাইবা রইল, ঐ কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে চোখের জল ফেলা তাঁকে বুঝাতে হবে।

দুর্যোধন। তা খুব পারব মামা। চল, মামা, এখনই যাই, সকালে আবার বিদুর এসে ধর্ম্মের কাহিনী শোনাবেন। মামা, যেমন করে হোক পাণ্ডবগণের সর্ব্বনাশ করতেই হবে। নৈলে আমি জলে ডুবে মরব, আগুনে পুড়ে ভস্ম হব!

শকুনি। এক সঙ্গে ডুবেও মরবে, পুড়েও ভস্ম হবে কেমন করে বাবা?

দুর্যোধন। না মামা, সত্যি বলছি।

শকুনি। তোমার চোদ্দ পুরুষে কেউ কখনো মিথ্যা বলেনি, তুমি বলবে? তা—ঐ সব সম্প্রতি কিছু করে দরকার নেই। মামার কাণ্ডখানা একবার দেখ। চল বাবা,—দুর্গা—দুর্গা—

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান — সভা-মণ্ডপ। কাল—মধ্যাহ্ন।

ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, শকুনি, কর্ণ, বিকর্ণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন, প্রভৃতি কৌরবগণ, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ, সঞ্জয় ও অন্যান্য দর্শকগণ।

যুধিষ্ঠির ও শকুনি পাশা খেলিতেছিল।

দর্শকগণ। জিত, জিত।

ধৃতরাষ্ট্র। এবার কে জিত্‌ল সঞ্জয়?

সঞ্জয়। এবারও গান্ধার রাজকুমার জয়লাভ করলেন।

শকুনি। কি বাবা, যুধিষ্ঠির স্তব্ধ হয়ে গেলে যে? শকুনি মামা যে ভাল খেলোয়াড় এইকথা এখন বোধ হয় স্বীকার করবে? তুমি দেহ, সম্পদ, সাম্রাজ্য, সহোদর সব হারিয়েছ; এখন একমাত্র পাঞ্চাল রাজকুমারী দ্রৌপদী ভিন্ন তোমার বল্‌তে এ জগতে আর কিছু নেই। আবার তোমায় আমি খেল্‌বার জন্য আহ্বান করছি, যদি দ্রৌপদীকে পণ রাখ্‌তে প্রবৃত্তি হয় আর এক বাজি খেল্‌তে পার।

যুধিষ্ঠির। দ্যূত ক্রীড়ার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা ক্ষাত্রধর্ম নহে। আমি তোমার এ আহ্বান গ্রহণ কর্‌লেম।

শকুনি। সাধু, তা'হলে দ্রৌপদীই পণ রইল?

যুধিষ্ঠির। তাই হোক।

[উভয়ের খেলা আরম্ভ]

শকুনি। এই বাজি জিতে নিলেম।

দর্শকগণ। জিত, জিত।

ধৃতরাষ্ট্র। এবার কে জিতল ?

সঞ্জয়। এবারও গান্ধার রাজকুমার শকুনি জিতেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র। শকুনি খেলে ভাল।

বিদুর। কিন্তু মহারাজ! এ খেলা যে কৌরবগণের সর্ব্বনাশের কারণ হ'চ্ছে; অপনি অন্ধ, বহিঃসংসার আপনার পুত্রগণের বিরুদ্ধে কি ভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ছে অপনি বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না।

দুর্য্যোধন। আপনি চুপ্ করুন; এ সভাতে আপনার চেয়ে বিজ্ঞলোক অনেক আছেন।

দুঃশাসন। এখন পাণ্ডবগণ কি কর্‌বেন একবার জিজ্ঞাসা কর দাদা ?

দুর্য্যোধন। ভাল কথা। ওহে ভাগ্যবান্‌গণ! অঙ্গে কেন আর রত্নালঙ্কার, রাজপরিচ্ছদ ধারণ করে আছ ? তোমরা আমাদের দাস এখন. যদি আমাদিগকে সুখী করে শান্তিতে বাস কর্‌তে চাও, তবে মন হতে অতীতের সমস্ত অহঙ্কার পরিত্যাগ করে আমাদের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হও, দ্রৌপদীও এখন আমাদের পণে ক্রীত, আমাদেরই অধীনা, সে এখন কৌরব পুরমহিলাগণের পরিচর্য্যা করুকগে। প্রতিকামি, যাও, তাকে নিয়ে এস।

প্রতিকামী। আমি ? আমি সূত,—ক্ষুদ্র,—অধম—

দুর্য্যোধন। তুমি ভীমের ঐ বিশাল গদা, অর্জ্জুনের বিকট ধনুঃ দেখে ভয় করনা প্রতিকামি! আমাদের পদতলে তাদের শির এখন লুণ্ঠিত, সে শির তুলবার আর ক্ষমতা নেই। কোনো ভয় নেই, যাও, দ্রৌপদীকে শীগ্‌গির নিয়ে এস।

প্রতিকামী। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

ভীম। দাদা! তোমার ধী, প্রতিভা, আত্মমর্য্যাদা আজ দ্যূত ক্রীড়ার কোন নরক দূতের করে সমর্পণ করলে? তুমি আমাকে পণে বিকিয়েছ, অর্জ্জুনকে পণে বিকিয়েছ, অনবদ্য চরিত্র নকুল, কিশোর কুমার সহদেব, সবকে পণে বিকিয়েছ, কোন কথা কইনি। কিন্তু আর আমার ধৈর্য্যকে সংযত করতে পারছি না। এ কি করছ তুমি? একি মত্ততা দাদা?—দ্যূতপ্রিয়, হীন কিতবগণের আলয়ে অনেক স্বৈরিনীরা থাকে, কিন্তু কিতবগণ কখনো তা'দিগকে পণ রেখে দ্যূতক্রীড়া করে না। আর তুমি?—তুমি আজ,—রাজার নন্দিনী, রাজকুলবধূ পুণ্যশীলা, মহিমাময়ী মহিলা যাজ্ঞসেনীকে পণ রাখতে একটু দ্বিধা করলে না! ছিঃ! ছিঃ! কোন ধর্ম্মের মর্য্যাদা, কোন সত্য রক্ষার জন্য আত্মদ্রোহীতার এই মহাপাপে নিজকে কলুষিত করছ? ধিক তোমাকে!

অর্জ্জুন। একি দাদা ভীমসেন? আপনার এমন ব্যবহার ত কখনো দেখিনি। শৈশব হতে কত দুখঃ, দুর্দ্দৈবের ঝড় মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে, আপনাকে কখনো নত করতে পারেনি। যখন এই দুর্য্যোধন আপনার মুখে মিথ্যা স্নেহের সঙ্গে সত্য

প্রাণঘাতী হলাহল তুলে দিয়ে জাহ্নবী গর্ভে আপনাকে নিক্ষেপ করেছিল, তখনোত এমন ভাবে আপনার বুদ্ধি বিভ্রম হয়নি! আজ কি শত্রুগণ, আপনার অকলুষ চরিত্র, অতুল সাহস, গভীর ভ্রাতৃস্নেহকে বিষাক্ত করে দিলে?—স্নেহময় দাদা, ধার্ম্মিক ভ্রাতা, অক্রোধী অগ্রজকে এমন ভাবে অতিক্রম করা কি আপনার পক্ষে সমীচীন হচ্ছে? দাদার মুখের দিকে চেয়ে দেখুন,—তাঁর সে শুভ্র, সুন্দর, শান্ত, সৌম্য মুখখানি কেমন মলিন হয়ে উঠেছে।—

ভীম। অর্জ্জুন, তুমি খাণ্ডব বন দাহন করেছিলে কিন্তু তাতে বোধ হয় এমন জ্বালা ছিল না; যেমন আমার প্রাণের মধ্যে উঠ্ছে, [যুধিষ্ঠিরের পদতলে পড়িয়া] আমায় ক্ষমা কর দাদা! আমার মাথায় হাত দিয়ে দেখ,—মস্তক ভেদি কি উষ্ণ বাষ্প উঠ্ছে, এই বুকে হাত দাও,—কি তীব্র জ্বালা!

যুধিষ্ঠির। স্নেহের ভাইটি আমার! [ভীমের মস্তক বুকের মধ্যে টানিয়া লইল]।

[প্রতিকামীর প্রবেশ]

দুর্য্যোধন। কি হে ফিরে এলে যে? দ্রৌপদী কৈ?

প্রতিকামী। তিনি এলেন না।

দুর্য্যোধন। এলেন না? এর অর্থ? তাকে বলনি যে আমরা তাকে পণে জিতেছি?

প্রতিকামী। বলেছি।—তিনি বিশ্বাস কর্লেন না।

দুর্য্যোধন। বিশ্বাস কর্লেন না কি রকম?

প্রতিকামী। তিনি বলেন, যুধিষ্ঠিরের মত ধর্ম্মপরায়ণ রাজ-

কুমার ভার্য্যাকে পণ রেখে দ্যূত ক্রীড়া করতে পারেন না, ভার্য্যা ভিন্ন তাঁর আরো অনেক ঐশ্বর্য্য আছে।

দুর্য্যোধন। তুমি বল্‌লে না তিনি সব হারিয়েছেন ;—ধন, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, ভ্রাতা, নিজেকে পর্য্যন্ত ?—

প্রতিকামী। বলেছি।

দুর্য্যোধন। তারপর ?

প্রতিকামী। তিনি বল্‌লেন,—"দ্যূতমদেমত্ত যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করে এস, তিনি পূর্ব্বে কি আপনাকে হেরেছেন না আমায় হেরেছেন।"

দুর্য্যোধন। তুমি আবার যাও, তাকে বলগে যে এখানে এসে যেন সে প্রশ্নের উল্লেখ করে, সে এখানেই তার উত্তর পাবে।

প্রতিকামী। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

বিদুর। তোমার যে কতদূর অধঃপতন হয়েছে তা আমি কল্পনা করতে পারছি না। তুমি না মহামান্য কুরু বংশের বংশধর ? পুণ্যাত্মা ধৃতরাষ্ট্র তোমার জনক নয় ? সতীধর্ম্মের আদর্শ প্রতিমা দেবী গান্ধারীর তুমি স্তন্য পান করনি ?

দুর্য্যোধন। আপনি অনাহূত ভাবে কথা কইবেন না।

[প্রতিকামীর পুনঃ প্রবেশ]

দুর্য্যোধন। কি ? আবার ফিরে এলে যে ?

প্রতিকামী। তিনি এই সভাস্থ পূজনীয় ব্যক্তিগণের নিকট এ কথার উত্তর চেয়েছেন যে—পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির কি নিজেকে হেরেছেন

না তাঁকে হেরেছেন ! এ কথার উত্তর না পেলে তিনি আস্‌বেন না।

দুর্য্যোধন। আস্‌বেন না ? আসা না আসা কি এখন আর তাঁর ইচ্ছাধীন ? তুমি আবার যাও, সে যে কৌরবগণের দাসী এ কথা তাকে ভাল করে বুঝিয়ে নিয়ে এস।

প্রতিকামী। আবার আমি যাব ? আমায় মার্জ্জনা করুন কুমার ! তাঁর সে তীব্র দৃষ্টির পানে আমি যাইতে পাচ্ছি না।

দুর্য্যোধন। প্রতিকামী ভয় পেয়েছে। দুঃশাসন, তুমি যাও ভাই, সহজে যদি না আসে বল প্রয়োগ করবে।

দুঃশাসন। বল, বুদ্ধি, বাক্য, সব প্রয়োগ করব দাদা !

[প্রস্থান।

বিদুর। আমায় কথা বল্‌তে বারণ করছ দুর্য্যোধন, কিন্তু আমি না বলে থাক্‌তে পারছি না।

দুর্য্যোধন। থাক্‌তে না পারেন, এখান হতে চলে যান।

ভীম। [নেপথ্যের দিকে চাহিয়া ক্রোধকম্পিত স্বরে।] দাদা, আমায় ক্ষমা কর ; আর আমি স্থির হয়ে থাক্‌তে পারছি না। দেখ,—দেখ দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে কি ভাবে লাঞ্ছিত করে নিয়ে আস্‌ছে ! অর্জ্জুন, নির্ব্বাক হয়ে এ দৃশ্য কেমন করে চেয়ে আছ ?

দুর্য্যোধন। ভীমসেন, অমন আরক্ত নয়নে চেয়ো না। তোমাদের সে গর্ব্বের দিন গত হয়েছে : মনে রেখ,—তোমরা এখন আমাদের চরণতলে নিষ্পেষিত ক্ষুদ্র কীট হতেও হেয়।

এখনো তোমাদের অঙ্গে রতন ভূষণ, মস্তকে মণিময় মুকুট ? লজ্জা করে না ? যে মস্তক আমাদের পাদুকা প্রহারে জর্জ্জরিত হবে, তার উপর উষ্ণীষ শোভা পায় না। দুঃশাসন, দ্রৌপদীর ঐ স্বর্ণ সূত্রের তৈরি বসন কেড়ে নিয়ে দাসীর উপযুক্ত বস্ত্র দাও।

[পাণ্ডবগণ উত্তরীয়, উষ্ণীষ ইত্যাদি উন্মোচন করিল]

বিদুর। [নেপথ্যের দিকে চাহিয়া হস্ত তুলিয়া] ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও দুঃশাসন! ও কি? ও কি কর্‌ছ? কুলবধূর বসন আকর্ষণ? ধিক! ধিক! ক্ষান্ত হও। তুমি গান্ধারী দেবীকে মা বলে ডাক নি? তুমি মায়ের বক্ষের পীযূষধারা পান করে বর্দ্ধিত হও নি? ক্ষান্ত হও, মাতৃজাতির অপমান কর না।

ভীম। হে পূজনীয় পিতামহ! হে আচার্য্য দ্রোণ! আজ আমি যে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, এর পূর্ব্বে পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন মানব এমন প্রতিজ্ঞা করে নি, এর পরেও এমন প্রতিজ্ঞা করতে মানব-রসনা স্তম্ভিত হয়ে যাবে। আমি আপনাদের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করে বল্‌ছি,—একদিন আমি ঐ দুরাত্মা দুঃশাসনের বক্ষ চিরে রক্ত পান করে আমার প্রাণের এ মর্ম্মদাহী জ্বালা জুড়াব, আর এই যে কামান্ধ গর্ব্বিত দুর্য্যোধন উলঙ্গ উরু আস্ফালিত করে দম্ভে, অহঙ্কারে, স্ফীত হয়ে উঠ্‌ছে, একদিন আমি ঐ উরু ভগ্ন করে তার প্রাণ সংহার করব। যদি আমার এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় তবে যেন আমার পূর্ব্ব পিতামহগণের গতি না হয়, তবে যেন আমার পিতৃপুরুষগণ নরকগামী হয়।

শকুনি। বাবা! কি শুন্‌ছ? ঐ দিকে দেখ,—কাপড়ের যে স্তুপ হয়ে গেল! তোমাদের দ্রৌপদী কি ইন্দ্রজাল জানে?

বিকর্ণ। হে অথর্ব্ব অন্ধ পিতা! হে পিতামহ ভীষ্ম! হে আচার্য্য দ্রোণ, কৃপ! আপনারা কি জাগ্রত? আপনাদের দেহে প্রাণ আছে? হৃদপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছে? কেমন করে আপনারা নয়ন-যুগল বিস্ফারিত করে এই পৈশাচিক অনুষ্ঠান মৌন হয়ে চেয়ে আছেন? পিতা অন্ধ, কিন্তু আপনারা ত দিব্য চক্ষুস্মান, এ বীভৎস দৃশ্য আপনাদের নয়ন পীড়িত কর্‌ছে না? আপনাদের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ছে না? পিতা! আপনার শত পুত্রের যে সর্ব্বনাশ সন্নিকট এ কথা কি বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না? ঐ যে কুরুবংশের কুলবধূ দ্রৌপদীর চোখের জল অবিরল ধারায় বর্ষিত হয়ে এ মেদিনী সিক্ত কর্‌ছে, এই মেদিনী ফুঁড়ে অগ্নি জ্বলে উঠ্‌বে না? কুলবধূর এ লাঞ্ছনা কি কুরুকুল রাজলক্ষ্মী সহ্য কর্‌বেন?

কর্ণ। বিকর্ণ, তুমি বালক, ভীষ্ম, দ্রোণ শোভিত এ সভায় কথা বলা তোমার পক্ষে অর্ব্বাচীনের মত কাজ হচ্ছে! পাণ্ডবগণ ও দ্রুপদ তনয়া ধর্ম্মে বিজিত, এ কথা তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না কিন্তু ধর্ম্ম পরায়ণ নামে খ্যাত যুধিষ্ঠির বুঝ্‌তে পেরেছেন তাই চুপ করে বসে আছেন। যেখানে ধর্ম্মের মর্য্যাদা স্মরণ করে পূজনীয় ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ মৌন হয়ে আছেন সেখানে তোমার কথা বলা নিতান্ত অশোভন।

বিকর্ণ। অঙ্গরাজ, তুমি ধর্ম্মের নাম কর না। তুমি দাতা, দয়াবান, কিন্তু তবুও ধর্ম্মের কথা তোমার মুখে শোভা পায় না,

ধর্ম্ম যাদিগকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করেছে তুমি জ্ঞানকৃত সাহচর্য্য তাদের সঙ্গে করছ! আমি আমার এ মর্ম্মবেদনা, আমার এ হতাশ আক্ষেপ আমি সূতপুত্রের কাছে জানাচ্ছি না; ঐ নিশ্চল, স্থবির পিতামহ, প্রবীণ আচার্য্য কৃপ, ঐ শুভ্র-কেশ পূজনীয় দ্রোণাচার্য্যের নিকট নিবেদন করছি তাঁরা কেমনে মৌন পাষাণ মূর্ত্তির মত স্থির হয়ে এ দৃশ্য দেখছেন? পূজ্যপাদ বিদুর অন্তর্দাহে মাঝে মঝে আর্ত্তনাদ করে উঠ্ছেন, কিন্তু তাঁর এ বুক ভাঙ্গা ক্রন্দন দুর্য্যোধনের ভ্রূকুটিতে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে!

বিদুর! একবার জিজ্ঞাসা কর বিকর্ণ, দ্রৌপদী প্রশ্ন করেছেন যে তিনি পূর্ব্বে হেরেছেন না যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে হেরেছেন, এ প্রশ্নের মীমাংশা করে তার সং উত্তর এ সভাতে কি কেউ দিতে পারেন না?

বিকর্ণ। কাকে জিজ্ঞাসা করব?—শ্মশানের প্রেত ভূমিতে বজ্রাহত সবগুলি নিশ্চল হয়ে বসে আছে।

[নেপথ্যে—শৃগাল ও গর্দ্দভের চীৎকার, আকাশে উল্কাপাত।]

ভীষ্ম প্রভৃতি। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি!

বিকর্ণ। পিতা! ঐ শুনুন অগ্নিহোত্র গৃহ হতে শৃগাল চীৎকার করছে গর্দ্দভ বিকট স্বরে ডাকছে; উল্কাপাতে আকাশ জ্বলে উঠছে!

বিদুর। স্বস্তি কোথায়?—সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য; হে অন্ধ কুরুরাজ! শীঘ্র দ্রুপদ রাজনন্দিনীকে সান্ত্বনা করুন, সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত, আব নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন না।

[দুঃশাসনের প্রবেশ]

দুঃশাসন। দাদা আর পারছি না, ক্লান্ত হয়ে গেছি, দেখ দাদা, বস্ত্রের একটা পাহাড় হয়ে গেছে তবু তার বসন উন্মোচন করতে পারলেম না।

ধৃতরাষ্ট্র। হতভাগ্য পুত্রগণ! ক্ষান্ত হ' আর মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হস্ নে। আমায় কি মোহে ঘিরে ছিল?—আমি নিজেই বিস্মৃত হচ্ছি, কি করে এই মরণোন্মুখ হতভাগ্য পুত্রদিগের এই কলুষ কর্ম্মে প্রশ্রয় দিলেম! বিকর্ণ; তুমি আমার নাম করে মা দ্রৌপদীকে শান্তনা কর; আমি তাঁকে মুক্তি দিলেম, তাঁকে আমি বর দেব, তুমি জিজ্ঞাসা কর তিনি কি বর প্রার্থনা করেন।

বিকর্ণ। যে আজ্ঞে।

[বিকর্ণের প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ]

বিকর্ণ। তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দাসত্ব হতে মুক্ত হওয়ার বর কামনা করেন।

ধৃতরাষ্ট্র। তাই হোক। যুধিষ্ঠির দাসত্ব হতে মুক্ত হলেন। আমি আবার বর দেব, মাকে জিজ্ঞাসা কর,—তিনি কোন বর প্রার্থনা করেন।

[বিকর্ণের প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ]

বিকর্ণ। তিনি ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেবকে রথ, অশ্ব, ঐশ্বর্য্যসহ স্বাধীন হওয়ার বর প্রার্থনা করেন।

ধৃতরাষ্ট্র। তথাস্তু। আমি আরও বর দেব তাঁকে, জিজ্ঞাসা কর,—কোন বর তাঁর কামনা।

[বিকর্ণের প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ]

বিকর্ণ। তিনি আর বর প্রার্থনা করলেন না। বললেন,—লোভ ধর্ম্মনাশের নিদান, তিনি তৃতীয় বর প্রার্থনা করেন না, ক্ষত্রিয়ের দুবারের বেশী বর প্রার্থনা অধর্ম্ম।

সকলে। ধন্য! ধন্য!

ধৃতরাষ্ট্র। ধর্ম্মনিষ্ঠা মা আমার! আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

ভীষ্ম। ধৃতরাষ্ট্র! তুমি সুবুদ্ধির কাজ করে ধ্বংশ হতে পুত্র-গণকে আপাততঃ রক্ষা করলে বটে কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকার! আচার্য্য! চলুন! এ স্থান এখনি পরিত্যাগ করি।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়, আমায় নিয়ে চল। বিকর্ণ, মাকে গান্ধারী দেবীর কাছে নিয়ে যাও! বাবা যুধিষ্ঠির, তোমরা আমার সঙ্গে এস।

[দুর্য্যোধন ও শকুনি ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

দুর্য্যোধন! এ কি হল মামা?

শকুনি। চিন্তা কি বাপু! আবার যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করব। এবার রাজ্যধন নয়—একেবারে বনবাস; এমন পণ রাখব যেন এ জীবনে আর ফিরতে না হয়।

দুর্য্যোধন। মামা তুমি আমার বল, বুদ্ধি, ভরসা।

শকুনি। তা বইকি; তা বইকি, [উভয়ের প্রস্থান।





তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—অলিন্দ। কাল—প্রভাত।

নিমীলিত নেত্রে, অর্ঘ্যপাত্র হস্তে কর্ণ স্তব পাঠ করিতেছিল; শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষ্যে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

কর্ণ। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতম্।
যদ্বিভাতি শান্তং শিবম্ দ্বৈতম শুদ্ধমপাপ বিদ্ধম॥

হে জ্যোতির্ম্ময় নারায়ণ! আমার এ অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। [শ্রীকৃষ্ণের চরণের উপর অর্ঘ্য-জল ঢালিয়া দিল]

কৃষ্ণ। এ কি করলেন অঙ্গরাজ? আপনার পূজার অর্ঘ্যজল আমার চরণে ঢেলে দিলেন?

কর্ণ। আপনি? আপনি কখন এলেন? হে পরমব্রহ্মপূর্ণ-মানব! এতদিন পরে এ দীনকে ধন্য করলেন?

কৃষ্ণ। আপনার পূজা ব্যর্থ করলেম না ত?

কর্ণ। যাঁর জন্মগ্রহণে মানবগণ ধন্য হয়েছে, রাজসূয় যজ্ঞ-মণ্ডপে, পূজনীয় আর্য্যগণ যাঁকে পরমপুরুষ জ্ঞানে অর্ঘ্য দিয়ে অর্চ্চনা করেছেন, তাঁর চরণে যদি অজ্ঞানতঃ অর্ঘ্য-জল ঢেলে থাকি সে কি ব্যর্থ যাবে?

কৃষ্ণ। অঙ্গরাজ! মানবের ভবিষ্যত চিন্তা করে ব্যাকুল

হয়েছি। দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতায় মানবগণ জর্জ্জরিত আজ।—মানবের এই শোচনীয় অধঃপতন দেখে আমার হৃদয় পীড়িত।

কর্ণ। আপনি মহানুভব।

কৃষ্ণ। অঙ্গরাজ! এই যে ভীষণ একটা রুধির-যজ্ঞের সম্ভাবনা হয়ে উঠছে এর পরিণাম কোথায় একবার ভেবে দেখেছেন কি? স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম, প্রীতি,—যে ঐশ্বর্য্য সম্ভারে মানুষ দেবতা হতে সমৃদ্ধ, এই যজ্ঞে সব ভস্মশেষ হবে। কল্পনা করতেও প্রাণ কেঁপে উঠে। অঙ্গরাজ! আসুন এ যজ্ঞানুষ্ঠান ভেঙ্গে দিই!

কর্ণ। ক্ষুদ্র মানব আমি, আমি ভেঙ্গে দেব? এ কি পরিহাস বাসুদেব?

কৃষ্ণ। পরিহাস নয়? আপনি যদি দুর্য্যোধনের সাহচর্য্য না করেন, দুর্য্যোধন এ হত্যার উৎসবের আয়োজন করবেন না। পাণ্ডবেরা তাঁদের ন্যায্য অধিকার ছেড়ে দিয়ে মাত্র পঞ্চ গ্রাম প্রার্থনা করেছেন, কিন্তু দুর্য্যোধন তাতেও সম্মত নন; পাণ্ডবগণের উপর যে অত্যাচার ও অবিচার হয়েছে তা আপনার অবিদিত নাই; অন্য কারো উপর এমন অত্যাচার হলে সে কোন প্রার্থনা না জানিয়ে অসি উদ্যত করে দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করত; কিন্তু পাণ্ডবেরা বিনীত প্রার্থনা ভিন্ন অন্য কোন উপায় এ পর্য্যন্ত অবলম্বন করেন নি।

কর্ণ। আমায় কি করতে বলেন?

কৃষ্ণ। আপনি চরিত্রবান, ধার্ম্মিক, দাতা, আপনি দুর্য্যোধনকে ধর্ম্মপথে নিয়ে আসুন। অঙ্গরাজ! আমি হস্তিনাপুরে এসে এ

কয়দিন আপনাদের প্রাসাদ দ্বারে, ভীষ্ম, দ্রোণের চরণ মূলে আমার অন্তরের কাতর নিবেদন জানাচ্ছি; আমি পাণ্ডবগণের স্বখ স্বার্থের জন্য উদ্বিগ্ন হয়নি, আমার এই ব্যাকুলতা অধর্ম্মের উত্থান দেখে।—

কর্ণ। দুর্য্যোধন "বীর ভোগ্য বসুন্ধরা" এই নীতিবাক্য পালন করতে চায়, তার কাছে অন্যধর্ম্ম নেই।

কৃষ্ণ। যদি তাই দুর্য্যোধনের নীতি হয় তবে পাণ্ডবগণেরই ত বসুন্ধরা ভোগ করা উচিত। ভীমার্জ্জুন হতে এ ভারতে বর্ত্তমানে বীরত্বে কে শ্রেষ্ঠ?

কর্ণ। আপনি তা মনে করতে পারেন, কিন্তু দুর্য্যোধন ও আমি তা করি না।

কৃষ্ণ। আপনার না করা অসমীচীন হয় না। আপনি জানেন না, আমি জানি,—এক রক্তধারা আপনার ও পাণ্ডবগণের ধমনীর মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। অঙ্গরাজ! যদি দুর্য্যোধন পাশবিক বল ভিন্ন অন্যধর্ম্ম কি জানেন না, আপনি দুর্য্যোধনের সংসর্গ পরিত্যাগ করে আমার সঙ্গে আসুন, আমি পাণ্ডবগণের সম্মুখে আপনার জন্মরহস্য ভেঙ্গে দিয়ে আপনাকেই ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে বসাব; যুধিষ্ঠির শ্বেত ব্যজন হস্তে আপনার পশ্চাতে এসে দাঁড়াবে, ভীমসেন আপনার মস্তকের উপর শ্বেত ছত্র ধারণ করবে, অর্জ্জুন ব্যাঘ্রচর্ম্মাচ্ছাদিত শুভ্র অশ্ব নিয়োজিত করে আপনার রথ পরিচালনা করবে।

কর্ণ। হে মহাত্মন! আমার সম্মুখে লোভের ইন্দ্রজাল

রচনা করবেন না; তুচ্ছ ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন! আজ যদি এ বিশাল পৃথিবীর সিংহাসন আমার পদতলে পড়ে' আমায় আহ্বান করে তবু আমি দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করব না। বাসুদেব! এ সূত-পুত্র যখন তার তরুণ প্রাণে পরিপূর্ণ আশা, এই ব্রহ্মচর্য্য-সিদ্ধ সংযমী শরীরে অসীম শক্তি নিয়ে ধনুর্ব্বাণ হস্তে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করে, চারিদিক হতে লঞ্ছনার সহস্র ছুরিকা মুহুর্মুহুঃ তার মর্ম্মে এসে বিঁধতে লাগল;—তখন সে লক্ষ লোকের মধ্যে একমাত্র দুর্য্যোধন তার উদার বাহুদুটি প্রসারিত করে তার স্নেহানুরঞ্জিত বিপুল বক্ষের মধ্যে এই লাঞ্ছিত অজ্ঞাত কুলশীল, হীন সূতপুত্রকে টেনে নিয়েছিল।

কৃষ্ণ। যে বক্ষ আপনি স্নেহানুরঞ্জিত মনে করেছেন, তার ভিতর পাণ্ডবগণের প্রতি ঈর্ষা তখন অঙ্কুরিত হচ্ছিল।

কর্ণ। সে বিচার করবার আমার কোনো অবশ্যকতা নেই, একদিন যার পেলবপরশে আমার সমস্ত অন্তর্জ্বালা শীতল হয়েছিল, তার স্নিগ্ধতা এখনো আমার সর্ব্বাঙ্গ ব্যেপে আছে।

কৃষ্ণ। আমি আপনাকে দুর্য্যোধনের সঙ্গে অকৃতজ্ঞতা করতে বলছি না, আমার অনুরোধ, দুর্য্যোধনের পাপ অনুষ্ঠানে আপনি সহায়তা করবেন না। অঙ্গরাজ! এ লোভ দেখান নয়,—আপনাকে দুর্য্যোধনের পক্ষ পরিত্যাগ করাবার জন্য মিথ্যা ছলও এ নয়, আপনি সত্যই যদি যুধিষ্ঠিরের পরিবর্ত্তে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে বসেন দুর্য্যোধনের ক্ষুব্ধ হওয়ারত' কোন কারণ নেই। আপনি যে কুন্তীদেবীর গর্ভের সন্তান,—পাণ্ডবগণের সহোদর ভাই।

আপনার জন্মের এ রহস্য কথা ভেঙ্গে দিয়ে আপনাকে সত্যই আমি সিংহাসনে বসিয়ে এই আসন্ন মহানিষ্ট রক্তপাত বন্ধ কর্‌তে চাই।

কর্ণ। আমার জন্ম কথা আমি শুনেছি, সে দিন পূজনীয়া কুন্তীদেবীই আমার সম্মুখে সকল কথা ব্যক্ত করেছেন।

কৃষ্ণ। তবে কেন আপনি এখনো হীন সূত-পুত্র বলে পরিচিত হচ্ছেন? কেন আপনি নিজেকে আপনার ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত কর্‌ছেন? কুন্তীদেবীর সন্তান হওয়া কি গৌরবের কথা নয় অঙ্গরাজ?

কর্ণ। না বাসুদেব!—যে মাতা নিজ সন্তানকে গঙ্গার গর্ভে ভাসিয়ে দিতে পারেন তিনি ত মা নন্‌,—যে মহীমাময়ী দেবী পরের সন্তানকে অপার মাতৃস্নেহে নিজের বক্ষ নিংড়িয়ে পান করিয়েছেন, যিনি রোগে, দুঃখে, বিষাদে পরের সন্তানকে নিজের অতুল স্নেহভরা প্রসারিত বক্ষ দিয়ে ঘিরে রেখেছেন, তিনি সূত পত্নী হোন, হীন হোন, তিনিই আমার মা, আমার স্বর্গ, আমার গৌরব। অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি আর ফেরা যায় না।

কৃষ্ণ। কেন যাবে না অঙ্গরাজ! কুন্তীদেবী যাঁর জননী, যুধিষ্ঠির, ভীমার্জ্জুন যাঁর ভাই তিনি কি চিরদিন সূত বলে পরিচিত হবেন? অঙ্গরাজ! ভেবে দেখুন,—এক দিকে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজ সিংহাসন, অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য, অতুল সম্মান, অনবদ্য আভিজাত্য,—অন্যদিকে নগন্য সূতগণের সহবাসে চিরজীবন যাপন।—

কর্ণ। যে সূতজাতীয় মাতা পিতা এ অভাজনকে তার জননীর নিষ্ঠুরতা হতে রক্ষা করেছে, চিরদিন তাদের সেবা করলে জীবন ধন্য হবে না জনার্দ্দন ? আমি সূত জাতির সংশ্রব ভিন্ন জীবনে কোন কর্ম্ম করিনি ;—বিবাহ, যজ্ঞ সব সূত জাতির মধ্যে সম্পন্ন করেছি ;—ত্রয়োদশ বৎসর দুর্য্যোধনের স্নেহদান, অঙ্গরাজ্য ভোগ করছি ; আজ ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনের প্রলোভনে পড়ে যদি কৃতঘ্নতা করি মানব পর্য্যায়ের কোন স্তরে নেমে যাব বাসুদেব ?

কৃষ্ণ। তবে যুদ্ধ নিশ্চিত, ধ্বংস অনিবার্য্য।

কর্ণ। হোক। কে কার কর্ম্মসূত্র ছিন্ন করতে পারে ? জানি—এ মহাযুদ্ধে অনেক প্রাণ বলি দিতে হবে, আমি, দুর্য্যোধন কেউ বাদ যাব না, তবু আমায় দুর্য্যোধনের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে হবে। দেবতার ধর্ম্ম কি জানি না—ইহাই মানব ধর্ম্ম।

কৃষ্ণ। তবে মানব ধর্ম্মেরই জয় হোক। আমি প্রস্থান করছি ! কুরুক্ষেত্রে দেখা হবে অঙ্গরাজ !

কর্ণ। ভীষ্মের জীবিত কালে আমি অস্ত্র ধারণ করব না প্রতিজ্ঞা করেছি,—দেখা হতে একটু দেরী হবে।

কৃষ্ণ। তা জানি। নমস্কার— [প্রস্থান।

[বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ইন্দ্রের প্রবেশ]

ইন্দ্র। জয় হোক, জয় হোক, অঙ্গরাজের জয় হোক। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থী হয়ে আপনার দ্বার দেশে উপস্থিত হলেম।

কর্ণ। ধন্য আমি। আপনার, কি অভিলাষ বলুন। মণি, রত্ন, গোধন, গ্রাম ; আপনার চরণে কি নিবেদন করব বলুন।

ইন্দ্র। ও সবের আমার প্রয়োজন নেই রাজা!

কর্ণ। তবে কি চাই? এই অঙ্গরাজ্য?

ইন্দ্র। ব্রাহ্মণের রাজ্যের কি প্রয়োজন?

কর্ণ। আমার স্ত্রী, পুত্র, এ দেহ।--

ইন্দ্র। আপনার স্ত্রী, পুত্র নিয়ে কি করব? তবে—দেহটার কথা—

কর্ণ। তাই নিন,—তাই আপনার চরণে সঁপে দেব।

ইন্দ্র। ঠিক দেহটার আমার প্রয়োজন নেই. তবে ব্রাহ্মণকে যদি প্রত্যাখ্যান না করেন, আপনার দেহের ঐ সহজাত কবচ ও কুণ্ডলযুগল আমায় দিউন।

কর্ণ। কবচ কুণ্ডল চাই, আপনার? যে ব্রাহ্মণের রাজ্যের প্রয়োজন নেই তাঁর কবচ কুণ্ডলের কি প্রয়োজন?

ইন্দ্র। মানব মনে স্পৃহা জাগ্রত হতে কারণের অপেক্ষা রাখে না।

কর্ণ। কিন্তু অপনি কি সত্যই মানব?

ইন্দ্র। শুনেছিলেম অঙ্গরাজ অনিন্দিত দাতা; তিনি যে যাচকের জাতি, বর্ণ বিচার করেন তা জান্‌তেম না। তবে ফিরে যাই,—অঙ্গরাজ বোধহয় পরিচয় না পেলে কা'কেও ভিক্ষা দেন না।

কর্ণ। জীবনে আমি কখনো কোনো যাচককে প্রত্যাখ্যান করিনি, আপনাকেও করব না। কিন্তু হে দেবেশ! মানবের সঙ্গে একি ছলনা? দেবতারা যদি ছল, প্রতারণাকে প্রশ্রয়

দেন মানবগণ কাদের আদর্শে জীবন গঠন করবে ? গত রাত্রিতে স্বপ্নে কিরণমালী সবিতা আমায় দেখা দিয়ে আপনার এই আগমনের সংবাদ আমায় জ্ঞাপন করেছেন। আপনি পাণ্ডবগণের কল্যাণ কামনায়, আমার কাছে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে কবচ কুণ্ডল প্রার্থনা করে আমাকে শত্রুগণের বধ্য করে দিচ্ছেন !

ইন্দ্র। যাচক যে হোক দাতার কি তা বিচার করা কর্ত্তব্য ? আপনার যে মহৎ দানের কথা চরাচরে খ্যাত হয়েছে, তা কি আপনার নিজ স্বার্থের অনুরোধে কখনো কখনো বিমুখ হয়েছে ?

কর্ণ। দেবরাজ ! স্বর্গ, মর্ত্ত্যের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে খ্যাত হয়েছেন—ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তির সকল প্রাণীর চরম লক্ষ্য। আপনার পক্ষে আমি নিতান্ত ক্ষুদ্র, অধম,—অধমজন শ্রেষ্ঠজনকে দান করলে সে দান অশোভন হয় ; প্রার্থকেরও তা'তে যথেষ্ট নিন্দা ; মহৎজনকে আমি দানের দ্বারা নিন্দা ভাজন করতে চাই না ; তবে অপনি যা আমার কাছে প্রার্থনা করেছেন তা আমি আমার জীবন বিপন্ন করেও আপনাকে দেব, কিন্তু—সে বিনিময়ে।

ইন্দ্র। বিনিময়ে ? কি বিনিময় চান ?

কর্ণ। আমার কুণ্ডল কবচ গ্রহণ করে আমাকে শত্রুর বধ্য করে দিচ্ছেন, তাই এ গুলির পরিবর্ত্তে আমাকে আপনার হস্তের এমন একটা অস্ত্র দিন যা দিয়ে আমি আমার অজেয় শত্রুকে সংহার করতে পারি, আর এই কবচ কুণ্ডল ছেদনের জন্য যেন আমার কোন অঙ্গ বিকৃতি না হয়।

ইন্দ্র। তথাস্ত। তবে আমার হস্তের এ বজ্র আপনাকে দিতে পারি না। আমার একাঘ্নি অস্ত্র আপনাকে দেব, কিন্তু এ অস্ত্র একজন মাত্র আপনার অপরাজেয় শত্রুকে বধ করে আমার হস্তে ফিরে আস্বে।

কর্ণ। তাই হোক। একজন ভিন্ন আমার অজেয় শত্রু এ ভারতে নেই, অমি তাকেই সংহার করতে চাই। এই নিন কবচ কুণ্ডল! [অঙ্গ হইতে কবচ কুণ্ডল ছেদন করিয়া দান]।

ইন্দ্র। ধন্য! ধন্য! ত্রিলোকের মধ্যে আপনার মত দাতা কে জানি না। কর্ণ হতে আপনি সহজাত কুণ্ডল ছেদন করে দান কর্লেন। আজ হতে দাতা কর্ণ নামে আপনি ত্রিভুবনে খ্যাত হবেন। ধন্য! ধন্য! [প্রস্থান।

কর্ণ। স্বর্গ, মর্ত্ত্য নিয়ে একি খেলা?

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—কুরুক্ষেত্র। দূরে শিবির শ্রেণী। কাল—প্রভাত।

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

কৃষ্ণ। হের পার্থ! দূরে ঐ শত শত বিচিত্র
বস্ত্রবাস,—বারিধির ক্ষুব্ধ ঊর্ম্মি প্রায়
রয়েছে বিস্তারি দূর দিগন্ত সীমায়।

শতবর্ণবিলসিত চিক্কণ সুন্দর
সহস্র কেতন রাজি স্বচ্ছ হিরণ্বতী
বুকে আঁকিতেছে প্রতিচ্ছবি আপনার।
শোন,—ওঠে ঘন ঘন বিদারি বিমান,—
লক্ষ শঙ্খের আরাব, ভেরী, তূর্য্য ধ্বনি,
কম্পিতা মেদিনী শুনে মরণ-বিষাণ!
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, শল্য, চেকিতান
কাশীরাজ, দ্রুপদ, সাত্যকি জয়দ্রথ,
সমবেত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সহ।
মৃত্যুর ভৈরব লীলা হেন নিদারুণ
ঘটেনি জগতে কভু। নীরব কাকলী
কুঞ্জে, শূন্যে উড়িছে শকুনি পুঞ্জে পুঞ্জে।
দিবাভাগে ডাকে শিবা। শত অমঙ্গল
করিছে ঘোষণা আজ ভবিষ্যৎ ফল—

অর্জ্জুন। নারায়ণ! অবসন্ন মম দেহ মন।
হৃষীকেশ! কি কাজ এ আত্মঘাতী রণে?
কি ফল লভিব বধি প্রিয় পরিজনে?
শৈশবে করেছি খেলা, কেটেছে কৈশোর
স্নেহ ছায়াতলে যাঁর; যাঁর পদপ্রান্তে
বসি শিখিয়াছি ধনুর্ব্বেদ;—তুচ্ছ রাজ্য
লোভে এ হেন ভীষ্ম দ্রোণে কেমনে সখা,
হানিব শর হৃদি লক্ষ্য করি? কি কাজ

এ ভোগ ব্যসনে ?—নাশি আত্মীয় স্বজনে ?
হৌক সুযোধন সিদ্ধ মনস্কাম ; নাহি
প্রয়োজন সাম্রাজ্য স্থাপন। চল ফিরে
তব দ্বারকায়,—সেথায় কভু উদার
সাগর বেলায়, কভু বিজন বিপিন
ঘেরা শৈল রৈবতকে,—শ্রান্ত জীবনের
একান্ত নির্জ্জন নেপথ্যে, দুই সখাতে
ধরণীর পরিপূর্ণ রূপ, রস, গন্ধ,
গীত করি আহরণ—

কৃষ্ণ। হে কৌন্তেয় ! একি মোহ তব ? শত্রু সৈন্য
নাদিছে ভীষণ, করে আস্ফালন ; কেন
তব হেন বিষণ্ণ নয়ন, হেন ক্লীব
অস্বর্গ্য সাধন ?—

অর্জ্জুন। গুরু, শিষ্য, প্রিয়জন, ভ্রাতা সুত সখা,
না করি হনন, শ্রেষ্ঠ মানি নারায়ণ,
ভিক্ষান্ন ভোজন।

কৃষ্ণ। কেবা গুরু, কেবা তব আত্ম পরিজন ?
কে তুমি পার্থ, কাহারে করিবে হনন ?
মিথ্যার সংসার, পঞ্চভূত সার;—জড়
দেহে বিভিন্ন আকার। পঞ্চভূতময়
কায়, পঞ্চভূতেতে মিশায়। নিয়ে এই
দেহ কতবার আসিয়াছ তুমি কত

রূপে, কত শত বার আসিয়াছে তব
প্রিয় পরিজন নিয়ে মোহন বরণ।
সখা! শীত, উষ্ণ সর্ব্ব দুঃখ সুখ সহ
অবিনাশী মুক্ত আত্মা, জীর্ণবাস সম
পরিহরি জীর্ণ দেহ, লভিছে আশ্রয়
নব নব নশ্বর দেহে।—আত্মা অমর
শস্ত্রেতে না করে ছিন্ন, না দহে পাবকে
সলিলে করে না ক্ষয়।—আত্মা, সে অব্যয়
অক্ষয়। অনিত্য জড় দেহ তরে পার্থ!
না করি রোদন, গাণ্ডীব তুলিয়া বধ
তব বিদ্রোহী স্বজন!

অর্জ্জুন। বুঝিতে পারি না সখা! তব এ গভীর
বিবেক, দর্শন,—সৃষ্টির রহস্য লীলা!

কৃষ্ণ। জ্ঞান নেত্র কর উন্মীলন; সৃষ্টি; স্থিতি
লয় আমাতে হইবে প্রত্যয়। এ বিচিত্র
বিশ্ব চরাচর আমি, আমি চন্দ্র, সূর্য্য
তারা, অনন্ত নীলিমা, সাগর, ভূধর
আমি, হের, আমা মাঝে সৃষ্টির মহিমা।
প্রাণ আমি, জ্ঞান আমি; বাণী, স্মৃতি, বেদ
বিভূতি আমার—

অর্জ্জুন। জানি সখা, তুমি সব। হেরিতে বসনা
হয় তবু স্বরূপ তোমার।

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! হের, আমা মাঝে সৃষ্টি, স্থিতি
লয়। হের, বিশ্ব কি রহস্যময়। জড়
আঁখি মুদি জ্ঞান-আঁখি কর উন্মীলন।

অর্জ্জুন। একি! একি অপরূপ রূপধারা!—শত
সূর্য্য জ্যোতিঃহারা, চন্দ্র শত, শত পলে,
পলে আপনা হারায়, কোটি গ্রহ তারা
ওঠে. নিমেষে মিলায়। কি বিরাট হায়!
বিশ্বরূপ! কত পুষ্পিতা মেদিনী, কত
সন্ধ্যাতারা দীপ্ত অসীম আকাশ, কত
গিরি, নদী, পারাবার উঠিছে, ভাঙ্গিছে
বিরাট স্বরূপে আসিয়া মিলিছে। কত
কোটি কোটি প্রাণী, কত ভীষ্ম, কর্ণ, কত
শত শকুনি আসিছে, যাইছে বিরাট
জঠরে। অদ্ভুত দর্শন, স্তব্ধ নয়ন;
পারি না সহিতে এত আলো, এত জ্যোতিঃ
এইরূপ বিরাট, ভীষণ। নারায়ণ!
নারায়ণ! কর তব রূপ সম্বরণ!

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! ঘুচেছে সংশয়?

অর্জ্জুন। শান্ত কর, শান্ত কর এ রূপ মহান,
শান্ত কর মম শঙ্কিত পরাণ। সখা!
দাও দেখা, পার্থ সখা রূপে, ফুল মালা
গলে বাঁশরী অধরে—

কৃষ্ণ। পার্থ ! অনিত্য বিশ্বের স্বরূপ রহস্য
এই। যাও :—অধর্ম্মের উচ্চ শির, হের,
ওঠে উর্দ্ধে দম্ভ ভরে, যাও, নত করে
দাও তারে। হোক বসুন্ধরা নিরাময়,
বিশ্বজুড়ে উঠুক জেগে ধর্ম্মের জয়,—
অর্জ্জুন। তব আজ্ঞা পালিব সখা ! হইব ধন্য,
ধ্বনিয়া উঠুক অধরে তোমার,—সব
দৈন্য নাশি গম্ভীর আরাবে পাঞ্চজন্য।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা।

ধৃতরাষ্ট্র ও যুযুৎসু।

ধৃত। পুত্র, তুমি যে আমার বৈশ্যাস্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান তোমার এ কাপুরুষ ব্যবহারে তা প্রমাণ হল। গান্ধারীর শত পুত্র আজ সমর ক্ষেত্রে,—আর তুমি পাণ্ডবগণের আশ্রয়ে যেয়ে আত্মরক্ষা করছ ! জীবনের মুল্য কি এতই বেশী যে পিতৃকুলের অপমান করেও তাকে রক্ষা করতে হবে ?

যুযুৎ। পিতা ! আমি মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে পাণ্ডবগণের

আশ্রয়ে যাইনি; গেছি,—ধর্ম্ম পাণ্ডবগণকে আশ্রয় করেছে বলে।—

ধৃত। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, কুরুকুল গুরু আচার্য্য দ্রোণ, কৃপ হতে তোমার ধর্ম্মভাব হঠাৎ প্রবল হয়েছে দেখে আশ্চর্য্য হলেম।

যুযুৎ। পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণ, কৃপ মনে কর্‌ছেন তাঁরা কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের অন্নে প্রতিপালিত, তাই তাঁর পুত্রগণের বিরুদ্ধে বিপক্ষতাচরণ পাপ।

ধৃত। পুত্র যুযুৎসু কার অন্নে প্রতিপালিত?

যুযুৎ। তার পিতার।

ধৃত। তবে সে পিতৃদ্রোহী কেন হচ্ছে?

যুযুৎ। পিতা! যারা আপনার শত বাধা, পূজনীয়গণের সহস্র অনুরোধ, মাতা গান্ধারীর অমূল্য উপদেশ উপেক্ষা করে এই কুলনাশক যুদ্ধে নেমেছে, তারা পিতৃদ্রোহী না আপনার আজ্ঞাবহ এ সেবক পিতৃদ্রোহী?

ধৃত। যাও! মিথ্যা তর্ক তুল না।

যুযুৎ। আশীর্ব্বাদ করুন পিতা এ যুদ্ধে যেন আপনার এ দীন পুত্রের জয় হয়।

ধৃত। এ আশীর্ব্বাদ আমি কর্‌তে পারি না। পুত্র, তুমি ভ্রাতৃপ্রেমে আঘাত করেছ, পিতার আশীর্ব্বাদ পেতে পার না।

যুযুৎ। কিন্তু মাতা গান্ধারী আমায় আশীর্ব্বাদ করেছেন।

ধৃত। কি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছেন?

যুযুৎ। আমরা সকল ভ্রাতা মিলে মায়ের চরণতলে যেয়ে

জয় কামনায় যখন আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করলেম্, তিনি তার কল্যাণ ভরা কর দুটি তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন "যতোধর্ম্মস্ততো জয়"।

ধৃত। বেশ। যাও, পিতার আশীর্ব্বাদ তোমার প্রয়োজন হবে না, যাও।

[যুযুৎসুর প্রস্থান।

[সঞ্জয়ের প্রবেশ]

সঞ্জয়। মহারাজ—মহারাজ—

ধৃত। একি? সঞ্জয়; তোমার কণ্ঠস্বর কাঁপছে কেন? যুদ্ধের সংবাদ কি?

সঞ্জয়। সর্ব্বনাশ মহারাজ! ভীষ্মদেবের পতন হয়েছে, আপনার শত পুত্রের মধ্যেও অনেকে দেহত্যাগ করেছেন।

ধৃত। একি অসম্ভব কথা শুনালে সঞ্জয়?

সঞ্জয়। শর শয্যায় শায়িত সে বিরাট কলেবর দেখে মনে হল, যেন হিমালয়ের চূড়া ভেঙ্গে পড়েছে -

ধৃত। হায়! তবে বুঝি গান্ধারীর বাক্যই সফল হয়।—"যতোধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ"। গান্ধারী হঠাৎ এমন বাক্য বলে ফেল্লে কেন? সঞ্জয়, আমার বক্ষ স্পন্দিত হচ্ছে, গান্ধারীর কাছে আমায় নিয়ে চল।

সঞ্জয়। যে আজ্ঞে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কুরুক্ষেত্র। কাল—উষা।

শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম, পার্শ্বে কর্ণ।

ভীষ্ম। এত বড় একটা অপরাধ করেও যে তুমি আমার আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছ, এতে আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু কর্ণ, ষোড়শ বর্ষীয় বালক অভিমন্যুকে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করে তোমার নির্ম্মল শুভ্র চরিত্রের উপর গভীর কলঙ্ক দাগ অঙ্কিত করলে! দ্রোণাচার্য্য নিজের রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করলেন; তোমারও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

কর্ণ। এ সূত পুত্রকে আপনি অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকেন, কিন্তু, তবু আপনার চরণ বন্দনা করে নিজেকে ধন্য মনে করি। হে পূজনীয় আর্য্য! আজ মৃত্যুর পারে দাঁড়িয়ে বলুন দেখি,—কোন ন্যায় যুদ্ধে শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে অর্জ্জুন আপনাকে পাতিত করলে? কোন ন্যায় যুদ্ধে গুরু দ্রোণাচার্য্য বধ হল?

ভীষ্ম। অর্জ্জুন আমায় পাতিত করেনি, আমি মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছি। কর্ণ! আমার ও দ্রোণাচার্য্যের রক্তে এ পুণ্যক্ষেত্রে যে পাপ সঞ্চিত হয়েছে তা ধুয়ে যাক। পৃথিবী নিরাময় হোক। এ আত্মঘাতী যুদ্ধ হতে তোমরা নিবৃত্ত হও।

কর্ণ। অসম্ভব পিতামহ!

ভীষ্ম। কেন অসম্ভব কর্ণ? ভীষ্ম, দ্রোণের পতন হয়েছে,

এখন একমাত্র কর্ণের বাহুবলের উপর দুর্যোধন নির্ভর করেছে। কর্ণ যদি সরে দাঁড়ায় দুর্যোধন এই যুদ্ধ হতে ক্ষান্ত হবে।

কর্ণ। আমি যে দুর্যোধনের আজ্ঞাধীন ভৃত্য।

ভীষ্ম। কেন তুমি আত্মবিস্মৃত হচ্ছ কর্ণ? তুমি যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ, তুমি মহিমাময়ী কুন্তীর পুত্র, তুমি কেন দুর্যোধনের ভৃত্য হতে যাবে? সূত পুত্র বলে তোমাকে বার বার অপমানিত করেছি সত্য, কিন্তু সে তোমাকে ঘৃণাকরে নয়, তোমার জলন্ত বিশ্বনাশী তেজকে ম্লান করবার জন্য।

কর্ণ। সূত পুত্র বলে আমি নিজকে কণামাত্র অপমানিত মনে করিনা।—যে দিন দুর্যোধন আমায় অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন, সেইদিন আমি সেই মহতী জনসঙ্ঘসেবিত সভার মধ্যেই অভিষেক-জলসিক্ত আমার মস্তক সূত পিতার চরণ মূলে লুটিয়ে দিয়েছিলাম্—

ভীষ্ম। তা জানি কর্ণ! তোমার চরিত্র বল অপূর্ব্ব, তাই তোমায় স্নেহ করি, তাই মুখে তোমায় তিরস্কার করলেও মনে মনে তোমার মহত্বের পূজা করি। কর্ণ ফিরে দাঁড়াও, এ রক্ত-যজ্ঞের অবসান হোক।

কর্ণ। যে যজ্ঞে ভীষ্ম, দ্রোণের পূত রক্ত দ্বারা আহুতি হয়েছে, সে যজ্ঞে কর্ণও রক্ত উৎসর্গ করে ধন্য হবে।

[নেপথ্যে—রণবাদ্য ও কর্ণের জয় ইত্যাদি শব্দ।]

কর্ণ। যাই পিতামহ! আমায় সেনাপতি পদে বরণ করে কৌরবেরা জয় ধ্বনি করছে। আশীর্ব্বাদ করুন।

ভীষ্ম। আশীর্ব্বাদ করছি,—অপাপবিদ্ধ হয়ে যুদ্ধ কর।

কর্ণ। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। [প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—কুরুক্ষেত্র, রণভূমি। কাল—মধ্যাহ্ণ।

[নেপথ্য—রণবাদ্য বাজিতেছিল। কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যগণের যুদ্ধ। বেগে দুঃশাসনের প্রবেশ।]

দুঃশাসন। কোথায়?—কোথায়? কোথায় পালাব? কোন পথে? এক ভীম সহস্র হয়ে সর্ব্বদিকে আমায় ঘিরে আছে। কোন্ পথে পালাবো?

[ভীমসেনের প্রবেশ]

ভীম। মরণের পথ মুক্ত আছে—

[উভয়ের যুদ্ধ, দুঃশাসনের পতন। কৌরব সৈন্য গণের আর্ত্তনাদ করিতে করিতে প্রস্থান ও পাণ্ডব সৈন্যগণের পশ্চাৎধাবন]

ভীম। [দুঃশাসনের বক্ষোদেশ ছিন্ন করিয়া রক্তপান] উঃ! কি উষ্ণ! কি স্নিগ্ধ! যেন সিন্ধু মথিত সুধাধারা! দীর্ঘদিনের রক্ত তৃষিত প্রাণের উৎকট জ্বালা আজ জুড়িয়ে গেল! কুরুক্ষেত্রের এ মহাশ্মশানে, প্রেতের সহচর আমি বীভৎস অনুষ্ঠানে উন্মত্ত। দয়া, স্নেহ, তোরা সরে দাঁড়া! যাই, এই রক্ত রঞ্জিত হস্তে যাজ্ঞসেনীর মুক্ত, ধূলি-ধূসর, বিবর্ণ কেশদাম বন্ধন করে আসি— [প্রস্থান]

[যুদ্ধ করিতে করিতে কর্ণের প্রবেশ]

কর্ণ। রথচক্র গ্রাসিছে মেদিনী। ব্রাহ্মণের অভিশাপ লেখা মম ভালে, তা কেমনে নিবারি? ব্যর্থ ব্রহ্মঅস্ত্র,—শূন্য তূণির—

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ]

কর্ণ। এক মুহূর্ত্ত—এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর। মেদিনী রথচক্র গ্রাস করেছে, তুমি রথী, শস্ত্রধর আমি ভূতলে অস্ত্রহীন—ওকি! ওকি কচ্ছ? বিপন্ন জনের উপর অস্ত্রাঘাত? আমি যে রথ হীন, অস্ত্র হীন! একি ক্ষত্রধর্ম্ম? ধর্ম্মের পূর্ণ অবতার তোমার পার্শ্বে রথরশ্মি ধারণ করে আছেন; তাঁকে জিজ্ঞাসা কর,—একি ক্ষত্রধর্ম্ম?

অর্জ্জুন। আজ তোমার মুখে ধর্ম্মের কথা শুনে তোমাদের অনেক কীর্ত্তিকথা আমার মনে পড়ছে।—কোন ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তোমরা,—কামান্ধ পশুর দল একবস্ত্রা, সতী ধর্ম্মিনী দ্রৌপদীকে সভার মধ্যে লাঞ্ছিত করেছিলে? ধর্ম্মের কোন মহিমা দেখাবার জন্য তোমরা সপ্তরথী মিলে আমার বুকের মণি ষোড়শ বর্ষীয় বালক অভিমন্যুকে হত্যা করলে?—

কর্ণ। তোমার সম্মুখে ধর্ম্মের কথা কওয়া সত্যই অন্যায় হয়েছে।—যে কাপুরুষ শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে পূজনীয় পিতামহকে এমন ভাবে পরাহত করতে পারে, মিথ্যা ছল বাক্যে যে জন আপনার গুরুকে প্রতারিত করে অস্ত্রহীন অবস্থায় সংহার করতে পারে তার সঙ্গে ধর্ম্মের কথা বলা ধর্ম্মকে অপমান করা।—

ন। অস্ত্র নাও, যুদ্ধক্ষেত্র তর্কসভা নহে।

কর্ণ। আমায় বিপন্ন মনে করেছ অর্জ্জুন? মহাত্মা পরশুরামের শিষ্য আমি; অর্জ্জুনের কি শক্তি আমায় সংহার করে?—

কৃষ্ণ। অর্জ্জুনের শক্তির পরিচয় কি নূতন করে জানাতে হবে অঙ্গরাজ? দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের যুদ্ধে, বিরাট রাজার গোধন হরণে কি সে পরিচয় পান্ নি? মদক্ষিপ্ত দুর্য্যোধনের দুর্ভাগ্য তিনি আপনার মত সেনাপতির সাহায্যে ইন্দ্রবিজয়ী শূরকে পরাজিত করতে সাহসী হয়েছেন।

কর্ণ। আপনি যে আমাকে রথচক্র উদ্ধারের সুবিধা দেবেন না তা জানি;—দিতে পারেন না—দিলে আপনার রথীকে রক্ষা করতে পার্‌বেন না। যাক, এই আমার শেষ অস্ত্র,—অর্জ্জুন, দেখি, কি করে নিজকে রক্ষা কর। [অস্ত্র ক্ষেপে অর্জ্জুনের মূর্চ্ছা।]

কর্ণ। এই অবসরে রথচক্র উদ্ধার করে নিই।

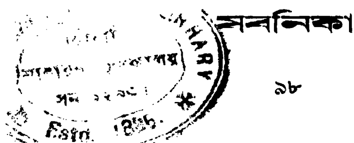
[রথচক্র উদ্ধার করিবার চেষ্টা]

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন! ওঠ, ওঠ, কর্ণ বিপন্ন; এই সুযোগ হারিও না।

অর্জ্জুন। নারায়ণ—

কৃষ্ণ। অস্ত্র নাও; দেরী কর না—

[কর্ণ ও অর্জ্জুনের যুদ্ধারম্ভ। অর্জ্জুনের শরে কর্ণের পতন, নেপথ্যে সৈন্যগণের আর্ত্তনাদ]



যবনিকা